Annual Subscription : Rs. 360.00
Single Issue : Rs. 30.00
ISSN : 0017 - 324X

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৭৪ সংখ্যা ৬ সম্পাদক ঃ গৌতম গোস্বামী সহ-সম্পাদক ঃ শমীক বর্মন রায় আশ্বিন, ১৪৩১

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা
জাগ জনতার দুরন্ত সংগীত (সম্পাদকীয়)	৩
শ্রদ্ধেয় অজয় কুমার ঘোষের স্মরণ সভা	৪
ড. বিনোদ বিহারী দাস	৬
অরুণকুমার রায় : শ্রদ্ধায় স্মরণ	
সত্যব্রত ঘোষাল	৭
উই ডিমাণ্ড জাস্টিস	
মৌসুমী চ্যাটার্জী	১০
রতন লাইব্রেরি ও শিবরতন মিত্র	
ড. গৌতম মুখোপাধ্যায়	১৩
গ্রন্থাগারে ব্লকচেন প্রযুক্তির ব্যবহার	
ড. স্বরূপ কুমার রাজ ও কাকলি দে	১৬
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে নথি ডিজিটাইজেশন পদ্ধতির পর্যালোচনা	
ড. অরূপরতন দাস	২১
বিদ্যালয় গ্রন্থাগার : হতাশার সেকাল ও একাল	
মলয় রায়	২৩
আমার দেখা কিছু বিদেশী গ্রন্থাগার (পূর্বপ্রকাশের শেষাংশ)	
পরিষদ কথা	২৯
গ্রন্থাগার সংবাদ	৩০

আপনি কি আপনার গ্রন্থাগারে লাইব্রেরি সফট্ওয়্যার নেওয়ার কথা ভাবছেন?
ভাবছেন কোন সফট্ওয়্যার নেব, কার কাছ থেকে নেব, ভবিষ্যতে সাপোর্ট পাব তো?
আরো ভাবছেন সফট্ওয়্যারের দাম সাধ্যের মধ্যে হবে তো?

কোহা'র কাস্টমাইজড ভার্সান

(সম্পূর্ণ লিনাক্স-এ (উবুন্তু/ডেবিয়ান) করা এই সফট্ওয়্যার গ্রন্থাগারগুলির দৈনন্দিন কাজে অত্যন্ত সহায়ক)
আমরা এবার

২০০ পেরোলাম

হ্যাঁ, অন্যান্যদের অনেক প্রলোভন কাটিয়ে, শুধু বিশ্বাস আর পরিষেবায় ভরসা করে বর্তমানে ২০০টির বেশি লাইব্রেরি আমাদের কাস্টমাইজড্ কোহা ব্যবহার করছেন। অপেক্ষায় আছেন আরও অনেকে। তাই পরিষদের প্রতি আপনাদের ভালোবাসা, আপনাদের আস্থায় আমরা আপ্লুত। আপনাদের ভরসার কারণঃ

প্রতিষ্ঠানটির নাম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
টেকনোলজির কচ্কচানি নয়, গ্রন্থাগারের মতন করে কাস্টমাইজ করা
মিথ্যে প্রতিশ্রুতি নয়, খোলাখুলি যা করা সম্ভব তা বলা
কোন লুকানো দাম নেই বা এএমসির জন্য জোরাজুরি নেই উপরন্তু ন্যাকের চাহিদামতো রিপোর্ট তৈরি
পুরোপুরি পেশাদারিত্ব এবং ইন্সটলেশনের পাশাপাশি ডাটা এন্ট্রি, বার কোড ও স্পাইন লেবেল লাগান
প্রতিযোগিতার জন্য দামের হেরফের বা কোন অনায্য প্রতিশ্রুতি বা অন্যায় টেন্ডার নয়
সময়মতো সার্ভিস, বিপদে ফেলে পালিয়ে যাওয়া নয় এবং সহযোগিতা, সহমর্মিতা
চিরাচরিত ইনহাউস সার্ভার প্রযুক্তির সাথে অত্যাধুনিক ক্লাউড প্রযুক্তির ব্যবহার
প্রতিনিয়ত সফট্ওয়্যারের ব্যাক আপ দেওয়া, ব্যাক আপ নিয়ে টালবাহানা নয়
ই-মেল অ্যালার্ট, এস এম এস পরিষেবা এবং বিশ্বমানে নির্ভরযোগ্য ট্রেনিং

তাই যারা এখনো আমাদের কাছ থেকে কোহা নেন নি তারা আর দেরি না করে অবিলম্বে ফোন বা ইমেল করুন। আশা করি বাকি ২০০টি লাইব্রেরির মতো আপনিও হতাশ হবেন না।

আমাদের কাস্টমাইজড ভার্সানের পরিষেবার খরচঃ

সাধারণ গ্রন্থাগার – ১০০০০-১৫০০০ টাকা; বিদ্যালয় গ্রন্থাগার – ১০০০০-২০০০০ টাকা; কলেজ গ্রন্থাগার – ২০০০০-৪০০০০ টাকা; বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশেষ গ্রন্থাগার – ৩০০০০-৪০০০০ টাকা

আন্তর্জাতিক মানের কোহা আপনার সাধ্যের মধ্যে এনে দিতে পারে একমাত্র
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, যার নামই ভরসা যোগায়

বিশদে জানতে ফোন/হোয়াট্সঅ্যাপ করুনঃ ৯৪৩২২৯৮৭৪৬ বা মেইল করুনঃ **blacal.org@gmail.com**

গ্রন্থাগার

বর্ষ ৭৪ সংখ্যা ৬ সম্পাদক ঃ গৌতম গোস্বামী সহ-সম্পাদক ঃ শমীক বর্মন রায় আশ্বিন, ১৪৩১

সম্পাদকীয়

।। জাগ জনতার দুরন্ত সংগীত।।

গ্রন্থাগার সমাজ নিরপেক্ষ কোন প্রতিষ্ঠান নয়। বরং বলা যায়, গ্রন্থাগার সমাজ দ্বারা গঠিত, সমাজ দ্বারা পালিত এবং সমাজের হিতার্থে ব্যবহৃত একটি সজীব প্রতিষ্ঠান। গ্রন্থাগারের গর্বিত অতীত আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে সামাজিক বিভিন্ন সম্পর্কগুলিকে সঠিক ধারায় অবস্থান করাতে গ্রন্থাগার প্রত্যক্ষ ভূমিকা সব সময় নিয়ে এসেছে। গ্রন্থাগারের এই ক্রিয়াশীল ভূমিকাকে ভয় পেয়ে তা বন্ধ করতে গ্রন্থাগারের উপর নেমে এসেছে শাসক ও অত্যাচারীর নির্মম খাঁড়া, আমরা ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায় থেকে মনে করতে পারি।

আমাদের রাজ্যের গত একমাস ধরে চলা আর.জি.কর কাণ্ডের বিষয়টি সে আপনারা সবাই প্রত্যক্ষ করছেন। কালিম্পং থেকে কাকদ্বীপ — পশ্চিমবাংলার সর্বত্র আজ বিক্ষোভ প্রতিবাদের উত্তাল ঢেউয়ের কাঁপছে। এই বিপন্ন সময়ে উট পাখির মতন বালিতে মাথা গুঁজে সমস্যা থেকে দূরে সরে থাকতে আমরা চাই না।

আজ সকলের হাতে স্মার্টফোন, পকেটে বিভিন্ন ধরনের স্মার্ট কার্ড, দেশে গড়ে উঠছে বিভিন্ন স্মার্ট সিটি। তবু দুর্ভাগ্য, আমরা চিন্তনে, মননে এবং কর্মে স্মার্ট হতে পারলাম না।

সারা দেশে চলেছে চরম অস্থিরতা। কোথাও জাতপাতের নামে, কোথাও ধর্মীয় বিশ্বাস, কোথাও পোষাক পরিচ্ছদ বা খাওয়াদাওয়া কোথাও বা নারীর সম্মান ও মর্যাদায় দম্ভিত পদাঘাত। উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা, মনিপুর, তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র, পশ্চিমবঙ্গ দেশের সব অংশে আজ মানবতার অপমান।

> ''যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
> অভ্যুত্থানম ধর্মস্য তদাত্মনং সৃজাম্যহম্।।
> ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।।''

অর্থাৎ পৃথিবীতে যখনই ধর্মের গ্লানি হয় এবং পাপ বৃদ্ধি পায়, তখনই আমি শরীর ধারণ করে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হই। আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া সাধুদিগের পরিত্রাণ, পাপীদের বিনাশ এবং ধর্ম সংস্থাপন করি। আজকের মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকায় আমরা দেখতে চেয়েছিলাম সুশীল সমাজকে। বিগত ৫০০ বছরের ইতিহাস দেখিয়েছে সময়ের ডাকে তারা কি ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। দুর্ভাগ্য, আজ স্বনামধন্যরা পদ ও পুরস্কারের মৌতাতে মজে মৌনব্রত অবস্থায় আছেন।

প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মেই সুশীল সমাজের শূন্যস্থান পূরণ করতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ছাত্র, যুব, মহিলা বিভিন্ন পেশাজীবী সহ সমাজের সব অংশের মানুষ। স্বাধীনতা দিবসের আগের রাতে সারা রাজ্যের প্রতিটি স্থানে নারীদের জাগরণ বা পরবর্তীতে আলো নিভিয়ে অন্ধকারের গভীর বৃন্ত থেকে ফুটন্ত সকাল ছিনিয়ে আনার যে প্রত্যয় তাঁরা দেখিয়েছেন তা অভিভূত করেছে আমাদের সকলকে।

মাসাধিককাল অতিক্রান্ত হলেও আজও চলছে বিভিন্ন প্রতিবাদী কর্মসূচি। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ তার সীমিত সামর্থ্য নিয়েও পা মিলিয়েছে এই প্রতিবাদ সরণীতে। গত ৭ই সেপ্টেম্বর, ২০২৪ মৌলালি যুবকেন্দ্র থেকে পরিষদ ভবন পর্যন্ত হওয়া প্রায় তিন শতাধিক গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগার কর্মী, গ্রন্থাগার সংগঠক, গ্রন্থাগার অনুরাগী বইপ্রেমী মানুষের দৃপ্ত মিছিল সে সাক্ষ্য বহন করে। 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস', 'তিলোত্তমার বিচার চাই' — স্লোগান মুখরিত ঐ মিছিল প্রত্যাশা করে —

> চেতনায় হানছে আঘাত, চেতনায় হানছে আঘাত
> জাগ জনতার দুরন্ত সংগীত।

শ্রদ্ধেয় অজয় ঘোষের স্মরণ সভা

গত ১লা জুলাই, ২০২৩ তারিখে পরিষদ ভবনে অজয় ঘোষের স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিষদের সভাপতি শ্রী অরুণ রায়।

সভার শুরুতে কর্মসচিব জয়দীপ চন্দ বলেন গত ২৮.০৫.২০২৩ তারিখে অজয় ঘোষ প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর স্মরণে এই সভার আয়োজন করা হয়েছে। শ্রী অরুণ রায়কে সভাপতির আসন গ্রহণ করতে বলেন এবং সকলকে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করতে বলেন। তাঁর স্ত্রী নমিতা ঘোষ এবং মেয়ে ঝিমলি ঘোষ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

অরুণ রায় পরিষদের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত জানান। তিনি বলেন, অজয় ঘোষ আমার থেকে ছোট ছিল। বি.লিব.এর প্রথম ব্যাচ ছিল আর আমি ডিপ.লিব.এর শেষ ব্যাচের ছাত্র ছিলাম। ওর হাতের লেখা দেখার মতো। পরিষদ পরিচালিত সার্টিফিকেট কোর্সে বিবলিওগ্রাফি পড়াতেন। জ্যাঠতোতো দাদা অমিত ঘোষ জাতীয় গ্রন্থাগারে চাকরি করতেন এবং পরিষদের সার্টিফিকেট কোর্সে পড়াতেন। গ্রন্থাগারের সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলেন। তাঁর স্মৃতি নিয়ে থাকতে হবে।

রত্না বসু: অজয়বাবুর সঙ্গে প্রথম পরিচয় এশিয়াটিক সোসাইটিতে। গ্রন্থাগার উপসমিতিতে একসঙ্গে কাজ করেছি। যে কোন কাজ নিষ্ঠার সঙ্গে করতেন। গ্রন্থাগার সম্পাদনার কাজ করতেন। বঙ্গীয় পুঁথি অনুসন্ধান কর্মযজ্ঞে অজয় কুমার ঘোষের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। যেখানে পুঁথি আছে সেখানে আমরা যেতাম। কিন্তু সব জায়গায় প্রবেশ করতে পারতাম না। উপদেষ্টা কমিটির সদস্য হয়েও ছেলেমেয়েদের সঙ্গে একসঙ্গে থাকতেন, কষ্ট সহ্য করতেন। ৯৫% পুঁথি রাষ্ট্রীয় নথিতে নথিভুক্ত হয়েছে অজয়দার নেতৃত্বে। শিক্ষক হিসাবে সম্মান পেয়েছেন। এই ধরনের স্বীকৃতি দেখা যায় না। গ্রন্থাগার কি? গ্রন্থাগার আন্দোলন কি? তিনি বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। গ্রন্থাগারের সাথে যুক্ত মানুষ অজয়দাকে সবসময় স্বীকৃতি দিয়েছেন।

স্বপ্না রায়: অজয়দা আমার Friend, Philosopher & Guide. গ্রন্থাগার বিজ্ঞান কি তা জানার জন্য অজয় কুমার ঘোষকে চাই। কিছু কিছু মানুষ ছাপ ফেলে যায়, অজয়দা তার মধ্যে একজন।

অরূপ রায়চৌধুরী: শুধু শোক করতে আসি নি। ৩৬ ঘণ্টা আগে টুইট করেছেন। ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ পূর্ববঙ্গের ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে অসাধারণ টুইট করেছিলেন। "Saddist" এর সংজ্ঞা দারুণ করেছিলেন। নমিতাদি, অজয়দা মানুষকে খাইয়ে সুখ পান। ২০০৫ সালে ISI থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ডাইরেক্টার একটা প্রমোশন দিতে চেয়েছিলেন। তাতে ২০,০০০/- টাকা বাড়ত এবং ২ বছর extension হত। তিনি সেটা প্রত্যাখান করেছিলেন। অজয়দা খুব মজার লোক ছিলেন। কবে স্যার থেকে দাদা হয়ে গিয়েছিলেন জানি না। উনি সবসময় সুখের স্মৃতি।

পুলক কর: অজয়দার সঙ্গে আমার এখানে পরিচয়। তিনি কারোর কাছে অপাঙক্তেয় ছিলেন না। অজয়দা Proof Correction অসাধারণ বোঝাতেন। গ্রন্থাগারের সম্পাদক ছিলেন। শেষের দিকে আর আসতে পারতেন না।

ঝিমলি (অজয়দার কন্যা): উপস্থিত সকলকে প্রণাম। বাবা বলতেন মানুষের ভালবাসাই আসল জিনিস। প্রতিটি পদক্ষেপে বুঝতে পারছি বাবাকে সবাই কতটা ভালবাসতেন।

ড. কৃষ্ণপদ মজুমদার: অজয়দা ছিলেন গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রথম সারির নেতা। অজয়দা এবং আমি একই জায়গার মানুষ। উনি বাদুরিয়াতে ছিলেন। ওনার বাবা ডাক্তারি করতেন। বাদুরিয়া স্কুল, বসিরহাট কলেজ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছিলেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের শিক্ষক ছিলেন। পরিষদে প্রথমে সূচিকরণ এবং পরে গ্রন্থবিদ্যা পড়িয়েছেন। তিনি ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিকাল ইনস্টিটিউট এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে ভালোবাসতেন। অজয়দা ও আমি এশিয়াটিক সোসাইটির লাইব্রেরি কমিটির সদস্য ছিলাম। ১৯৭০ সালে বি.লিব.এস.সি.র ছাত্র ছিলেন। ২০২১ সালে পরিষদের তরফ থেকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। সেখানে অসাধারণ বক্তব্য রেখেছিলেন। তিনি ইউকো ব্যাঙ্কে কাজ করতেন। আই.এস.আইতে তিনি ডাটা কালেকশন এর কাজ করতেন। তিনি পুঁথির উপর অসাধারণ কাজ করেছেন। ওনার কাছ থেকে প্রুফ কারেকশন শিখেছি। ওনার বয়স ৭৮ বছর হয়েছিল। ওনার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বক্তব্য শেষ করছি।

গৌতম গোস্বামী: গ্রন্থাগারের ব্যাপারে যখনই কোন অসুবিধার মধ্যে পরেছি ওনাকে ফোন করেছি। উনি সমাধানের পথ দেখিয়েছেন। কোন বাংলা শব্দের ইংরাজি অনুবাদ কি হবে? সে সম্বন্ধে তাকে বারবার ফোন করেছি এবং সমাধান পেয়েছি। পুরুলিয়ায় অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন সম্পর্কে সম্পাদকীয় গ্রন্থাগার পত্রিকায় লিখেছিলাম। সম্পাদকীয়টি সকলের প্রশংসা অর্জন করেছিলো। বল্লরী বন্দ্যোপাধ্যায় অজয়দাকে সম্পাদকীয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন ''গৌতম ওটা লিখেছে''। এমন ধরণের সৎ মানুষ ছিলেন। শ্রদ্ধা জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন।

জয়দীপ চন্দ: উনি সবাইকে নিয়ে কাজ করতেন। গ্রন্থাগারের সম্পাদকীয় অন্য কেউ লিখলে তার নাম লিখে দিতেন। পরিষদের শতবর্ষ অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতিকে চিঠি লিখে দেবেন বলেছিলেন। তিনি সামাজিক মাধ্যমে সচেষ্ট ছিলেন। তিনি সবসময় মানসিক সহায়তা দিতেন। তিনি অসাধারণ ''ড্রাফট্ (Draft) করতেন। আই. এস. আইতে কোহা সম্মেলনের অনুদান তাঁর নেতৃত্বে পাওয়া যায়। প্রত্যেক সম্মেলনে যেতেন। শতবর্ষের অনুষ্ঠানে আমাদের অনাথ করে দিলেন।

স্বগুণা দত্ত: যে ব্যক্তি স্মরণ সভায় এসেছি তার সঙ্গে ০৩.০৫.২০২৩ তারিখে সামাজিক মাধ্যমে বাক্যালাপ। সমাজ মাধ্যমে তিনি আমার লেখার প্রশংসা করেছিলেন। ওনার শব্দচয়ন ও প্রকাশভঙ্গি অভূতপূর্ব। শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি।

সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

।। গ্রন্থাগার কর্মীদের ডিরেক্টরি প্রকাশ।।

পরিষদের শতবর্ষ উপলক্ষে সব ধরণের গ্রন্থাগারের বর্তমান ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের নিয়ে একটি ডিরেক্টরি করার চেষ্টা করা হচ্ছে। যাঁরা এখনও ফর্মটি ফিলাপ করার সময় পাননি তাঁরা দয়া করে ফর্মটি ফিলাপ করুন এবং আপনার পরিচিত অন্যান্য গ্রন্থাগার কর্মীদের কাছে এই উদ্যোগের বার্তা পৌঁছে দিন। তাঁদেরকে ফর্ম ফিলাপে উৎসাহিত করুন।

ফর্মটি পাবেন এখানে ঃ

https://tinyurl.com/mpsf2cke

অরুণ কুমার রায় : শ্রদ্ধায় স্মরণ

ড. বিনোদ বিহারী দাস

গত ১৩ই জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কক্ষে স্মৃতিসভায় যেতে পারি নাই — সাময়িক অসুস্থতার জন্য। বাড়িতে বসে খুব কষ্ট হয়েছিল। অরুণদা সম্বন্ধে আমার স্মৃতিচারণায় দু-একটি কথা বলার জন্য এই লেখা। তারমধ্যে থিমটি আমার জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তুষারদা (তুষার সান্যাল) এবং অমলেন্দুদা (অমলেন্দু রায়) একদিন বললেন — এমএ পরীক্ষা দিয়ে কি করবে? বললাম — দেখা যাক্ কি করা যায়। ওনারা বললেন — BLA তে Librarianship পড়ানো হয় — ভর্তির জন্য Form দিচ্ছে। মনে হচ্ছে এনেও দিয়েছিলেন।

আমি এবং আমরা সহপাঠী বন্ধু সুশীল (সুশীল অধিকারী) ভর্তির জন্য পরীক্ষা দিলাম। Result দেখতে গিয়ে দেখি — আমার নাম List তে আছে — আমার বন্ধুর নাম Waiting List তে আছে। ঠিক করলাম — পড়বো না। হঠাৎ মনে হল — ভিতরে গিয়ে জিজ্ঞাসা করি যদিও খুব ভয় করছিল। ব্যাপারটা জানালাম — আমান নাম উঠেছে, আমার বন্ধুর নাম Waiting List তে এক বা দুইয়েতে আছে। বন্ধুর যদি হয়, তবেই ভর্তি হবো, দুজনে একসঙ্গে পড়বো। তখনই চেয়ারে বসা একজন সৌম্য পক্কেশ ব্যক্তি বললেন — ''তুমি যদি ভর্তি না হও, তাহলে তোমার বন্ধুর সুযোগ হবে — তখন কিন্তু তুমি আর ভর্তি হতে পারবে না।'' আরো অনেক কিছু বললেন অনেকে (PRC Sir, MPS Sir)। আমি তারপর দিনই ভর্তি হলাম — এক সপ্তাহ/দশদিন পরে আমার বন্ধু সুশীল ও ভর্তি হলো। ঐদিন ঐ ব্যক্তি অর্থাৎ অরুণদা ঐ কথাটা যদি না বলতেন — গ্রন্থাগার বিজ্ঞান আমার পড়াও হতো না — গ্রন্থাগারিকতা / গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষকতার কাজেও আর আসা হতো না। জীবন অন্যদিকে বহমান হতো। ঐ একটি কথা — আমার জীবনে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ — তা সহজেই বোঝা যায়।

BLA তে শিক্ষকতা বা অন্য কাজে যখন যেতাম তখন খোঁজখবর নিতেন। ISI থেকে যখন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিক পদে যোগদানের পর প্রায়ই ওনার ঘরে কাজের ব্যাপারে আলোচনা করতাম। ২০০০ সালে মুখ্য গ্রন্থাগারিক পদে যোগদান করলাম এবং তখনও ওনার কাছে গিয়ে আলোচনা করতাম। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ বিভাগের সংগঠনে দক্ষতার সাথে কাজ করে গেছেন। এই কাজের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন।

যখনই দেখেছি — অত্যন্ত স্পষ্টবক্তা এবং দৃঢ়চেতা অরুণদাকে দেখেছি। নিজকর্মে স্থির চিত্ত এবং নিজ আদর্শে অবিচল ছিলেন। এরকম মানুষের অভাব পূরণ হবার নয়। তাঁর প্রতি আমি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানাই।

TI
TECTONICS INDIA (SSI Unit)
Regd. Off.: 17/8/6/2 Canal West Road, Kolkata-9
Mob. : 9831845313, 9339860891, 9874723355,
Ph.: 2351-4757 / 2352-5390 / 7044215532
Email : tectonics_india@yahoo.co.in
Website : www.tectonicsindia.co.in

* Library Equipments/ Materials
* All type laboratory manufacturer (Chemistry, Geography, Botany etc.)
* MFG.: Library Rack, Almirah, Newspaper, Paper Stand, Fumigation chamber, Periodical display board, Catelogue, Card Cabinet, Wooden & Steel Bench. Reading Table Book Trolly etc.

Conference / Seminar Hall / Dias and seating arrangement
Compact hall construction / all interior for the institution.

উই ডিম্যাণ্ড জাস্টিস

সত্যব্রত ঘোষাল*

(গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের প্রাথমিক পাঠ যাঁর কাছ থেকে নিয়েছিলাম
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষ্ণা দত্ত কে (১৯৩৭-২০২২) মনে করে)

ভার্জিনিয়া উলফ (১৮৮২-১৯৪১) তাঁর A Room of One's own নামে বইয়ের ভূমিকায় লিখেছেন তিনি উইলিয়াম মেকপিস থ্যাকারে'র (১৮১১-১৮৬৩) হিস্ট্রি অব হেনরি এসমণ্ড (১৮৫২) পাণ্ডুলিপি কেমব্রিজ কলেজ লাইব্রেরিতে দেখতে গিয়েছিলেন। কিন্তু অনুমতি পান নি। প্রসঙ্গত বিংশ শতাব্দীর ইংরাজি ভাষায় ভার্জিনিয়া উলফ উল্লেখযোগ্য ঔপন্যাসিক। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল থ্যাকারের লেখায় অষ্টাদশ শতাব্দীর পুরুষতান্ত্রিকতার প্রভাব নিয়ে আলোচনা করা। কিন্তু গ্রন্থাগারের দরজার মুখে এসে;

> 'এ কী, আমার সামনেই তো সেই লাইব্রেরির দরজা, যা খুলে আমি ভেতরে যেতে পারি। আমি নিশ্চয়ই দরজা খুলেছিলাম, কেন না তক্ষুনি অভ্যর্থনার পরিবর্তে কালো গাউনের পতপত শব্দ সমেত অভিভাবক-দেবতার মত আমার পথ রোধ করে দাঁড়ালেন একজন ক্ষীণকায় সুবেশধারী চকচকে দয়ালু ভদ্রলোক, যিনি আমাকে পেছনে ঠেলতে ঠেলতে খুব নিচু গলায় অনুশোচনার স্বরে বললেন, মেয়েদের এই লাইব্রেরিতে ঢুকতে দেওয়া হয় কোনো কলেজ কর্মকর্তার সঙ্গে, কিংবা তাঁর চিঠি নিয়ে এলে।
>
> ... আমার কাছে বিশ্ববিদ্যালয়টিকে বস্তুত এমন এক অভয়ারণ্যের মত মনে হয় যেখানে এমন সব দুর্লভ প্রজাতি সংরক্ষণ করা হয় যাদের পথে নেমে জীবনধারণের জন্য লড়াই করতে হলে অচিরেই বিলুপ্ত হয়ে যেতে হত।'[১]

ভার্জিনিয়া উলফ-এর A Room of one's own বইটি ১৯২৯ সালে প্রকাশিত হয়। ধরে নেওয়া যায় এই সময়ের কিছু আগে তিনি কেমব্রিজ গ্রন্থাগারে গিয়েছিলেন। আজকে তিনি নেই। তাঁর জন্মের প্রায় শতাধিক বছর আগে মেরি ওলস্টোনক্রাফট (১৭৫৯-১৭৯৭) জন্মেছিলেন। তাঁর বিখ্যাত বই 'A vindication of the Rights of women (১৭৯২) লণ্ডন থেকেই প্রকাশিত হয়েছিল। এই বইয়ের সারমর্ম যে পুরুষ ও মহিলা এই সমাজেরই একই অধিকারপ্রাপ্ত প্রাণী। লিঙ্গ বৈষম্য ছাড়া কোন তফাৎ নেই। অতএব যুক্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সামাজিক ব্যবস্থায় এর পরিকল্পনা করা উচিত।

ভার্জিনিয়া উলফ ওলস্টোনক্রাফট-এর এই লেখার পরেও অসম্মানিত হয়েছিলেন — গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে দেওয়া হয়নি। এখন অবস্থা বদলেছে। পাশ্চাত্যে গ্রন্থাগার ব্যবহারের জন্য কারো অনুমোদন পত্র লাগে না।

> বলতেও অবাক লাগে নেট দুনিয়ার প্রভুত্ব মেনে নিয়েও আমাদের গ্রন্থাগারিকরা নিয়ম বদলাচ্ছেন না। এর পেছনে প্রাতিষ্ঠানিক পবিত্রতা নষ্ট হয়ে যাওয়া অনেক মানুষের জেনে ফেলার ভয়, প্রশাসকদের আক্রান্ত করে কি-না জানিনা?[২]

পশ্চিমবঙ্গে কোন বিশ্ববিদ্যালয়েই সাধারণ মানুষের গ্রন্থাগারে প্রবেশাধিকার নেই। ছাত্র থাকাকালীন তাঁরা ব্যবহার করেন। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সাধারণের বসে পড়ার ব্যবস্থা করেছে। কারণ পঃবঃ সরকারের জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা দপ্তরের কাছ থেকে ৩ কোটি টাকা ২০১৪ সালে অনুদান নেওয়ার জন্যে।

এই ঘটনার অবতারণা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের রাজ্যের প্রাতিষ্ঠানিক অবস্থার কথা মনে করে। গত ৯ আগস্ট ২০২৪ কলকাতার বুকে ১৩৮ বছরের পুরানো আর.জি.কর মেডিক্যাল কলেজে একজন শিক্ষার্থী চিকিৎসককে হত্যা করা হয়। কলেজের শিক্ষার্থীকে হত্যার সঙ্গে কোন আততায়ী নয় কলেজের অভ্যন্তরীণ লোকজনই জড়িত বলে অভিযোগ। যা যে কোন সাধারণ ছাপোষা মানুষকেও নিজের অস্তিত্ব রক্ষায় প্রশ্ন চিহ্নের মধ্যে ফেলে দেয়। ভার্জিনিয়া উলফের ঘটনা নিঃসন্দেহে পুরুষতন্ত্রের শিকার। যা কেতাবী শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষের নগ্ন চেহারাকেই উপস্থিত করে। আমাদের দেশে, রমা বাঈ (১৮৫৮-১৯২২) বেগম রোকেয়া (১৮৮৮-১৯৩২) সুকুমারী ভট্টাচার্য (১৯২১-২০১৪) প্রমুখের প্রতিবাদী সত্ত্বা মনে হয় মানুষের মন থেকে অন্তর্হিত

১ Woolf, Virginia (1929) A room of one's own, penguin, p.11.

২ Woolf, Virginia (1929) A room of one's own, penguin, p.11.

* টেলিফোন - ০৩৩ ২৫৪৩ ৯১৬৪

হয়েছে। এক্ষেত্রে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় প্রতিবাদ ও প্রতিবাদীকে বাঁচিয়ে রাখা যায় না যদি সবক্ষেত্রেই প্রাতিষ্ঠানিক সত্ত্বাকে রাজনীতির যূপকাষ্ঠে বলি দেওয়া হয়।

এই সময়

শিক্ষার্থী চিকিৎসককে হত্যার ঘটনায় এই বাংলায় এক নতুন আন্দোলনের জন্ম দিয়েছে। ২০১২ সালের ১৬ ডিসেম্বর দক্ষিণ দিল্লির পার্শ্ববর্তী মুনরিকাতে স্বাস্থ্যকর্মী জ্যোতি সিং কে ধর্ষণ ও নির্যাতন করা হয়। সঙ্গী অবণীন্দ্র প্রতাপ পাণ্ডে এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে একা কিছুই করতে পারেন নি — তাঁর উপরও অমানুষিক অত্যাচার করা হয়। জ্যোতি সিংয়ের এখানে চিকিৎসা না হওয়ার পরে সরকারী কর্তৃপক্ষ সিঙ্গাপুরের মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালে ভর্তি করেন। কিন্তু ২৯ ডিসেম্বর '১২ তিনি মারা যান। পরবর্তীকালে ২০ মার্চ ২০২০ অপরাধীদের তিহার জেলে ফাঁসি দেওয়া হয়। এই ঘটনা দিল্লির জনজীবনকে প্রভাবিত করেছিল। এই ঘটনার পর দিল্লিতে 'রাত দখলের কর্মসূচি' আবালবৃদ্ধবণিতা নিয়েছিলেন। এই ঘটনায় প্রায় ৬০টির বেশি গণসংগঠন যুক্তভাবে রাজধানীর বিক্ষোভ-মিছিল সংগঠিত করে।

আন্দোলনের ইতিহাস

রাত দখলের লড়াই নারীমুক্তি আন্দোলনের প্রতীক। ভার্জিনিয়া উলফ, মেরি ওলস্টোনক্রাফট নারীমুক্তি আন্দোলনের কর্মী। যেমন আমাদের দেশে সাবিত্রী বাই ফুলে (১৮৩১-১৮৯৭), তারাবাই শিন্ডে (১৮৫০-১৯১০), সরোজিনী নাইডু (১৮৭৯-১৯৪৯) প্রমুখ। সত্তরের দশকে ইংলণ্ড, আমেরিকা, জার্মানিতে নারী নির্যাতনের প্রতিবাদে বহু আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল। এরই ফলশ্রুতি স্বরূপ ১৯৭৭ সালের ১২ নভেম্বর ইংলণ্ডের লিডস শহরে প্রথম রাতজুড়ে বিক্ষোভের সূচনা হয়। ১৯৭৫ থেকে ১৯৮০ সালের মধ্যে পিটার উইলিয়াম সাটক্লিফ ১৩ জন মহিলাকে হত্যা করে। এরই প্রতিবাদে রাত দখলের আন্দোলন শুরু হয়। এই ধরণের আন্দোলন ইংলণ্ড, আমেরিকায় নব্বই এর দশকে থেমে যায়। এই সম্পর্কে সমাজ বিজ্ঞানীরা নিস্পৃহতার কারণ বলে মনে করেন। ২০০৪ সালের পরে মহিলাদের সংগঠন আবার সক্রিয় হয়। এর ফলে বার্মিংহাম, ইপসউইচ আর লণ্ডনের বিভিন্ন স্থানে রাত দখলের আন্দোলন বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত হয়। ২০১০ এ লণ্ডনে, ২০১৩ সালে নর্থহ্যাম্পটন এবং ২৭ নভেম্বর ২০১৭ লণ্ডন, ব্রিস্টল, আমেরিকায় 'মি টু' আন্দোলনে বহু মানুষ সমবেত হয়েছিলেন। প্রসঙ্গত 'মি টু' আন্দোলনে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের বহু 'কৃতবিদ্য' ব্যক্তি অভিযুক্ত হয়। তাঁদের সারা জীবনের পদক ও সম্মান দেশের সরকার প্রত্যাহার করে নেয়। এই তালিকায় অভিযুক্তদের মধ্যে বেশির ভাগই আমেরিকার অধিবাসী।[৩]

২০২১ এর ৩ মার্চ সারাহ এভারার্ড'কে লণ্ডনে দুষ্কৃতিকারীরা অপহরণ ও হত্যা করে। এই ঘটনার প্রতিবাদে অনলাইনে ২৮ হাজার মানুষ প্রতিবাদ করে। (কোভিডের সময় প্রত্যক্ষভাবে মিছিলের ক্ষেত্রে অসুবিধার জন্য জনসাধারণ এই পথ নেয়)।

মূল্যায়ন

ইতিহাসে নারী স্বাধীনতার পরিপ্রেক্ষিতে 'রাত দখলের আন্দোলন' পর্যালোচনা করলে দেখা যায় প্রতিটি ঘটনাই পথে ঘাটে, সাধারণ মানুষের ব্যবহৃত পরিবহন যেমন বাস, ট্রেনে সংগঠিত হয়েছিল। সাম্প্রতিক আর. জি. করের ঘটনা ব্যতিক্রমী — কারণ সরকারি হাসপাতালে শিক্ষার্থী চিকিৎসক কর্তব্যরত অবস্থায় নির্যাতন ও হত্যার শিকার। এই ঘটনায় সাধারণ মানুষ সাধারণ এক ছাত্রীর আবেদনে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ১৪ই আগস্ট '২৪ পশ্চিমবাংলা ও ভারতের বিভিন্ন শহরে প্রথম পর্যায়ে 'রাত দখলের আন্দোলনে' সামিল হয়। সময়ের হিসেবে দ্বিতীয়-তৃতীয়বার ৪ সেপ্টেম্বর ও ৯ সেপ্টেম্বর '২৪ পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ও বিশ্বের বিভিন্ন শহরে চিকিৎসককে (তিলোত্তমা) হত্যার প্রতিবাদে এই আন্দোলন হয়। বিভিন্ন বৃত্তি ও পেশাজীবী মানুষ পৃথকভাবে আন্দোলনে সমবেত হয় যেমন ইনজিনিয়ার, গ্রন্থাগারিক, চলচ্চিত্র শিল্পী, আইনজীবী, এমন কি শহর কলকাতার পরিষেবা প্রদানকারী ক্যুরিয়ার, রিক্সাচালক বৃন্দও। বলতে দ্বিধা নেই নাগরিক সমাজের সর্বস্তরের স্বতঃস্ফূর্ত এই আন্দোলন ১৯৫৯ ও ১৯৬৬ সালের খাদ্য আন্দোলনের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়;

> ১৩ই জুলাই ১৯৫৯ এই আন্দোলন শুরু হয়েছিল এবং সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলেছিল। তৎকালীন কংগ্রেস সরকারের নির্মম দমন পীড়নের কারণে অনেক লোক মারা যায়, কয়েক হাজার কারারুদ্ধ হয়েছিল। সংগ্রাম কলকাতায় সীমাবদ্ধ ছিল না, প্রত্যন্ত গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছিল।
>
> (পিপলস ডেমোক্রেসি, ২৬শে আগস্ট ২০২০)

আবার ১৯৬৬ সালেও পশ্চিমবাংলায় খাদ্য আন্দোলন হয়েছিল;

> ১৯৬৬ সালের ৪ মার্চ কৃষ্ণনগরে খাদ্যের দাবীতে

৩. নির্বাসিত মেলভিল ডিউই। ৬৯(৬)১৪২৬, ৯-১২। গ্রন্থাগার পত্রিকা।

> মিছিল বেরোয়। সেইসময় কোথাও চাল মিলছে না। খাদ্যের দাবীতে সারা বাংলা ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছিল। মিছিলের আবেদন রাজনৈতিক হলেও ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। আবালবৃদ্ধবণিতার এই মিছিলের গতিরোধ করার জন্য কাঁদানে গ্যাস ছোড়া হয়। পরে আন্দোলনের বিশাল আকার দেখে পুলিশ গুলি ছোঁড়ে। মারা যায় দেবনাথ স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র আনন্দ হাইত। এ ছাড়া হরি বিশ্বাস ও অর্জুন ঘোষ। আন্দোলনকারীরা পিটিয়ে মারে পুলিশকর্মী নরেন দাস ও সুদর্শন ঘোষকে।
>
> (আনন্দবাজার পত্রিকা ৫ মার্চ ১৯৬৬)

উপরিউক্ত এই আন্দোলনের উদ্যোগী ছিল রাজনৈতিক দল। বর্তমান আর. জি. কর **আন্দোলন স্বতঃস্ফূর্ত**, সাধারণ মানুষের বাঁচার আন্দোলন।

'রাত দখলের আন্দোলন' নিঃসন্দেহে নারীমুক্তির আন্দোলন — সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষের সামাজিক নিরাপত্তা রক্ষার আন্দোলন। ঘটনার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় 'পরিকল্পিত হত্যার' জন্যই আন্দোলনে সর্বস্তরের মানুষ সমবেত হয়েছেন — অঞ্চল ছেড়ে দেশ এবং বিশ্বও অধিকার রক্ষার দাবীতে সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছে। নৈরাজ্য ও স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আওয়াজ 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস'।

ব্যক্তি নিরাপত্তা ঃ গ্রন্থাগার

সারস্বত প্রতিষ্ঠানে বা অভিজাত প্রতিষ্ঠানের ঘেরাটোপে নারী নির্যাতনের প্রসঙ্গ সংবাদ মাধ্যমে আসে না — যদি না মৃত্যুর মত ঘটনা ঘটে। নারী নির্যাতন শুধুমাত্র শারীরিক নয় কখন কখন মানসিক নির্যাতনে নির্যাতিত নিজের জীবনকে বলি দেয় অথবা কর্মস্থল ত্যাগ করে। ব্যক্তি নির্যাতন প্রসঙ্গে জাতি সংঘের ২৬ জুন ১৯৮৭-তে গৃহীত প্রতিবেদন;

> অত্যাচার হল এমন কোন কাজ যার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তিকে শারীরিক বা মানসিক হোক না কেন, ইচ্ছাকৃতভাবে কোন ব্যক্তিকে তার বা তৃতীয় ব্যক্তির কাছ থেকে তথ্য বা স্বীকারোক্তি প্রাপ্তির জন্য, সে বা তৃতীয় কোন ব্যক্তির দ্বারা সংঘটিত কোন কাজের জন্য তাকে শাস্তি প্রদানের জন্য প্রচণ্ড ব্যথা বা কষ্ট দেওয়া হয়। অথবা সন্দেহ করা হয় যে তাকে কোন তৃতীয় ব্যক্তিকে ভয় দেখানো বা জবরদস্ত করা, বা কোন কারণে কোন ধরণের বৈষম্যের ভিত্তিতে, যখন কোন ব্যক্তি বা সমষ্টির প্ররোচনায় যন্ত্রণা দেওয়া হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থনও থাকে।

গ্রন্থাগারের পরিসরে নারী নির্যাতনের প্রসঙ্গ আসে কিন্তু প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ এই সম্পর্কে গুরুত্ব দেন না। জাতীয় গ্রন্থাগার-কলিকাতার ৩১ অক্টোবর ২০১৮'র প্রতিবেদনে আছে;

> কলিকাতার জাতীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ গ্রন্থাগার চত্বরে কথিত যৌন হয়রানির ঘটনায় গৃহীত পদক্ষেপের বিবরণ সংস্থার কর্মী ইউনিয়নকে দিতে অস্বীকার করেছে। এর পক্ষে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে;
>
> এই প্রতিবেদনের অনুলিপি কোনভাবেই কর্মী ইউনিয়নকে সরবরাহ করা যাবে না, কারণ কর্মক্ষেত্রে নারীদের যৌন হয়রানি আইন অনুযায়ী যৌন হয়রানির কোন মামলা সংক্রান্ত কোন তথ্য প্রচার করা উচিত নয়।

তবুও বিচ্ছিন্নভাবে গ্রন্থাগার পরিসরে নারী নির্যাতন প্রসঙ্গে ব্যতিক্রমী সিদ্ধান্তও থেকে যায়;

> সেপ্টেম্বর ১০, ২০২২ টাইমস অব ইণ্ডিয়ার চেন্নাই সংস্করণে প্রকাশ;
>
> কোয়েম্বাটুরের কাছে মহিলা গ্রন্থাগারিককে শ্লীলতাহানির চেষ্টায় সরকারী কর্মকর্তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

শেষ কথা

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অসংখ্য প্রশ্ন থেকে যায়। ১৯৭৮ এ প্রতাপ মেমোরিয়াল গ্রন্থাগার (গভর্নমেন্ট স্পনসর্ড, রাজাবাজার) এর গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগারকর্মীদের বরখাস্ত ও গ্রন্থাগার বন্ধ করে দেওয়া। এই ঘটনার প্রতিবাদে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ তিন দিন গ্রন্থাগারের সামনে আন্দোলন সংঘটিত করে। গ্রন্থাগার খোলার কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। সরকার কর্মীদের অন্যত্র কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে সমস্যাকে চাপা দেয়।

গত শতাব্দীর নব্বুই এর দশকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক কর্মীর দ্বারা অসম্মানিত হলে পদত্যাগ করে। রাজনৈতিক কর্তৃত্বের কাছে প্রশাসন পদাধিকারির সম্মান রাখতে পারে না।

আজ এই সময়ে 'বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাঁটি' প্রমাণ করার শর্তে আপামার জনসাধারণের সম্মিলিত প্রচেষ্টাই কাম্য।

সংবাদে প্রকাশ সমাজে নিন্দিত পেশার অংশীদারীও ঘোষণা করেছেন 'মাতৃপূজার সূচনার প্রয়োজনীয় মাটি তারা দেবেন না'। তারাও মিছিলে সমবেত। কবে আমরা সংখ্যাগুরুর পাশে সংখ্যালঘুদের এমনভাবে একত্রিত হতে দেখেছি?

রতন লাইব্রেরি ও শিবরতন মিত্র

মৌসুমী চ্যাটার্জী, গ্রন্থাগারিক, বীরভূম জেলা গ্রন্থাগার

১২৭৮ সালের ১লা চৈত্র বীরভূম জেলার বড়রা গ্রামে শিবরতন মিত্র জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষাগ্রহণ করেন বীরভূম জিলা স্কুল ও প্রেসিডেন্সি কলেজে। সাংসারিক দায়িত্ব পালনের কারণে উচ্চশিক্ষা অসমাপ্ত রাখেন এবং সিউড়ি শহরে চাকরি গ্রহণ ও সাহিত্য সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। মৌলিক সাহিত্যসৃজন অনেকেই করেন। কিন্তু শিবরতন মিত্র সেই সাহিত্য সাধক যিনি মাতৃভাষার মাধ্যমে অগ্রজ সাহিত্যিকদের সাহিত্য সাধনার ইতিহাস পরম মমতায় সংরক্ষণ সহ আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চার এক অসামান্য পথিকৃৎ ছিলেন। গল্প, কবিতা, প্রভৃতি মৌলিক সাহিত্য রচনার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য-সেবীদের জীবন ও সাহিত্য সাধনায় আগ্রহী হয়ে গ্রন্থ সংগ্রহে অগ্রসর হন। প্রতিষ্ঠা করেন 'রতন লাইব্রেরি'। এই গ্রন্থাগারে প্রধান সম্পদ ছিল প্রায় আট হাজার পুঁথি।

শিবরতন মিত্র-র সাহিত্য জীবনের সূচনা হয়েছিল কলকাতায় ছাত্র অবস্থায়। তিনি ইংরাজি ভাষার অনুরাগী ছিলেন। ইংরাজি ভাষায় প্রবন্ধ রচনা করেছেন যেগুলি প্রকাশিত হয়েছিল ইংরাজি মাসিক পত্রিকা 'প্রোগ্রেস' এবং কলকাতা থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'হোপ' (Hope) পত্রিকায়। জেনারেল এসেম্বিজ কলেজের তৃতীয় বর্ষে ইংরাজি ভাষার প্রবন্ধ রচনার প্রতিযোগিতায় তিনি সর্ব্বোচ্চ সম্মানও প্রাপ্ত হয়েছিলেন। কিন্তু একই সময়ে তিনি বাংলা ভাষাতেও সাহিত্য চর্চায় মনোনিবেশ করেন। তিনি, সাহিত্যসেবক নামে বাংলাভাষায় সমস্ত পরলোকগত সাহিত্যসাধকদের এক চরিতাভিধান রচনার পরিকল্পনা করেন। এই পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ন করতে তিনি পুঁথি ও মুদ্রিত পুস্তক সংগ্রহ শুরু করেন। ঐ সংগ্রহ দিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন রতন লাইব্রেরি ১৯০১ সালে সিউড়িতে নিজ গৃহে। তাঁর পরলোকগত ভাই 'রামরতনের' নামের মধ্যমাংশ নিয়ে গ্রন্থাগারের নামকরণ করা হয়েছিল। গ্রন্থাগারটি স্থাপিত হয়েছিল ছোটো মাটির বাড়িতে। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে পাকা বাড়িতে এই গ্রন্থাগার স্থানান্তরিত হয়।

এই প্রসঙ্গে তাঁর পুত্র গৌরীহর মিত্র উল্লেখ করেছেন, ''তিনি প্রথমত তাহার বঙ্গীয় সাহিত্যসেবক নামক বঙ্গ ভাষার পরলোকগত যাবতীয় সাহিত্য সেবীগণের জীবনী ও রচনার আদর্শ সম্বলিত বর্ণানুক্রমিক চরিতাভিধান গ্রন্থ সঙ্কলনের জন্য এবং বঙ্গ সাহিত্যের লুপ্তরত্ন উদ্ধারের জন্য, পুঁথি সংগ্রহের কাজে প্রবৃত্ত হন। নিজের ব্যবহারের জন্য অনেক পুঁথি সংগ্রহ হইলে পর, পুরাণ, দর্শন, ধর্ম, পদ্য, কাব্য, জীবনচরিত, ইতিহাস, ভূগোল, ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, সঙ্গী, উপন্যাস, গল্প-নাটক এবং অপরাবর বিবিধ বিষয়ক ৩৫০ খানি পুস্তক লইয়া এই গ্রন্থাগার স্থাপন করেন।''

১৯২৫ খৃষ্টাব্দে গৌরীহর মিত্র উল্লেখ করেছেন যে, গ্রন্থাগারে বাংলা ভাষায় কমপক্ষে পাঁচ হাজার গ্রন্থ এবং বাংলা, সংস্কৃত ও ফারসি ভাষায় প্রায় পাঁচ হাজার পুঁথি ছিল। এই গ্রন্থাগারে ছিল ঈশ্বরচন্দ্র সম্পাদিত সম্বাদ প্রভাকর, বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত বঙ্গদর্শন পত্রিকা। গ্রন্থাগারে বাংলা ও ইংরাজি ভাষায় প্রকাশিত অসংখ্য দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্র-পত্রিকা নিয়মিতভাবে সংগ্রহ করা হত। পরবর্তীকালে গ্রন্থাগার আরও সমৃদ্ধ হয়। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে গৌরীহর মিত্র উল্লেখ করেছেন যে 'রতন লাইব্রেরি' পুঁথির সংখ্যা প্রায় আট হাজার। ড. পঞ্চানন মণ্ডল লিখেছেন যে শিবরতন মিত্র, গৌরীহর মিত্র, অমলেন্দু মিত্র এই তিন পুরুষের প্রত্ন সাহিত্যে, ইতিহাস ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কাজের মূল্যায়ন হয়নি। শিবরতন মিত্র'র পুঁথি সংগ্রহ নিয়ে বিশ্বভারতীতে পুঁথির তাজমহল করা হয়েছে। বলা যেতে পারে রতন লাইব্রেরি'র প্রত্ন সংগ্রহ নিয়ে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার সমৃদ্ধতর হয়েছে। ঐ সংগ্রহ ব্যবহার করে অনেকগুলি গবেষণা গ্রন্থও প্রকাশ হয়েছে।

বই ও পুঁথি ব্যতীত গ্রন্থাগারে ছিল প্রাচীন মূর্তি (সূর্য, বিষ্ণু ও অষ্ঠভূজা, গণেশ মূর্তি), প্রাচীন চিত্র, মুদ্রা ও মানচিত্র। ''প্রাচীন পুঁথি ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ গ্রন্থাগারে পাঠ করতে হলেও সাধারণ বই বাড়ীতে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। সম্ভবত এই পরিষেবা গ্রহণের জন্য পাঠককে প্রতি মাসে সামান্য অর্থ প্রদান করতে হত। অবশ্য অর্থাগমের জন্য এই আদায় করা হতো না। অর্থ গ্রহণের প্রথা প্রবর্তনের কারণ ছিল গ্রন্থের অযথা ব্যবহার, অকারণ স্থানান্তরণ ও ক্ষতি বন্ধ করা, গ্রন্থাগারকে সাধারণের অধিগম্য করা এবং সহজে জ্ঞান বিস্তারে সাহায্য করা।''

এই 'রতন লাইব্রেরি' শিবরতন মিত্র একার প্রচেষ্টায় তৈরি করেছিলেন। 'গৌরীহর লিখেছেন' ''মিত্র মহাশয় প্রাচীন

* দূরভাষ - ৯৪৩৪১ ১৯২২১

পুঁথি এবং অন্যান্য পুস্তক সংগ্রহ কার্য্যে কখনও কোনও বড়লোকের দ্বারস্থ হন নাই।" তবে গ্রন্থ ও পুঁথি সংগ্রহে বাল্যবন্ধু চারুচন্দ্র সিংহ, কুলদাপ্রসাদ মল্লিক সহ অনেক ব্যক্তিই সাহায্য করেছেন — পূর্ণানন্দ রায়, হরবল্লভ দাস, হৃষীকেশ সাধু, হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, আশুতোষ সরকার, নিত্যরঞ্জন হালদার, বিপত্তারণ চট্টোপাধ্যায়, যুগল কিশোর মিত্র এবং প্রমথনাথ বক্সী। শিবরতন মিত্র মহাশয় অত্যন্ত পরিশ্রম করে এই গ্রন্থাগার তৈরি করেছিলেন। পুত্র গৌরীহর জানাচ্ছেন যে, শিবরতন ''পরিবারবর্গের মুখের গ্রাস কাড়িয়া পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছেন" এবং এই কাজে ''ক্ষমতার অতিরক্ত ব্যয়" করেছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায় দশ হাজার টাকার বিনিময়ে শিবরতনের পুঁথি সংগ্রহ (৩/৪ হাজার) কেনার ইচ্ছা প্রকাশ করলে শিবরতন উত্তর দিয়েছিলেন ''I Can Part with my Sons but not with the Books"। গৌরীহর উল্লেখ করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও 'রতন লাইব্রেরি' সংগ্রহের প্রচেষ্টা করেছিলেন, অর্থের প্রলোভন শিবরতনকে গ্রন্থাগারের প্রতি আরো বেশি আগ্রহ সৃষ্টি করত। তার প্রমাণ হিসাবে জানা গেছে জনৈক ব্যক্তি পাঁচশ টাকার বিনিময়ে 'Pilgriemage to AI Madinath and Meacah' নামক গ্রন্থ সংগ্রহের জন্য বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন, এই বইটি রতন লাইব্রেরিতে ছিল। কিন্তু পাঁচশ টাকা দরিদ্র শিবরতনকে আকৃষ্ট করেনি। পুত্র গৌরীহর জানাচ্ছেন ''তিনি (বিজ্ঞাপনদাতা) সামান্য টাকার পুস্তক বেশি টাকার লোভ দেখাইয়াও পিতৃদেবের মন টলাইতে পারেন নাই। পিতৃদের বলিয়াছিলেন, ''টাকার লোভ দেখিয়ে বই নেবে আর আমি উহা রাখতে পারবো না — একি হয়, তিনি উহা আরও সযত্নে রক্ষিত করেন।"

এই গ্রন্থাগার দীর্ঘকাল স্বমহিমায় বিরাজমান ছিল। ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে 'রতন লাইব্রেরি'র পুঁথি সংগ্রহের এক বড় অংশ (৩৫৬২টি বাংলা পুঁথি) পৌত্র অমলেন্দু মিত্রের কাছ থেকে অর্থের বিনিময়ে সংগ্রহ করে বিশ্বভারতী। বিশ্বভারতী পুঁথি বিভাগের ড. পঞ্চানন মণ্ডল উল্লেখ করেছেন ''রতন লাইব্রেরিতে রক্ষিত শিবরতন মিত্র মহাশয়ের সংগৃহীত অবশিষ্ট পুঁথি হইতে 'উপরোক্ত সংখ্যক বাংলা পুঁথিগুলি সংগ্রহ করা হয়েছিল"। মনে রাখা প্রয়োজন প্রায় আট হাজার পুঁথি ছিল এবং এর মধ্যে ফারসি, সংস্কৃত ও উড়িয়া ভাষার পুঁথি ছিল।

পুঁথি পরিচয় গ্রন্থের ষষ্ঠ খণ্ডে রতন লাইব্রেরির পাঁচশত পুঁথি (২৫০১-৩০০০) প্রসঙ্গে পশুপতি শাসমল অবগত করিয়েছেন — ''এদের মধ্যে ৭/৮টি হল আধুনিক কাগজের খাতা বা খাতার মত, ছয়টি পাতড়া এবং সাতটি চিঠিপত্রের মত, বাকি সবই তুলটের আধারে লেখা, রচনা অথবা তার কোনো একটি বা একাধিক বিষয়ে সম্পূর্ণ — এমন অখণ্ডিত পুঁথির সংখ্যা ১৭০। এক বা একাধিক বর্ণে চিত্রিত প্রাণী বা জড় মানুষ বা উদ্ভিদের পূর্বে অবয়ব কিংবা তার আভাল এবং রৈখিক কিংবা মণ্ডিত অলঙ্করণ সহ আল্পনা ইত্যাদিতে অঙ্কিত পুঁথির সংখ্যা ৩১; এর একটিতে আছে — জলছবি (২৭৫৫ জন্মাষ্টমীর ব্রতকথা), পুঁথিটি ১২৯৯ সালের। একেবারে জমাট পুঁথির সংখ্যা ১৪। বৃহত্তম পুঁথিটি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার ১২০৫ সালের লেখা। এই অখণ্ডিত পুঁথিতে (২৮৪১) আছে মোট ২৪৫ পাতা।" গবেষক মহলে অত্যন্ত সুপরিচিত ছিল 'রতন লাইব্রেরি'। দেশ ও বিদেশের অসংখ্য গবেষক এই গ্রন্থাগারের অমূল্য সম্পদ ব্যবহার করেছেন। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় আঠারো বছর বয়স থেকে এই গ্রন্থাগারের নিয়মিত পাঠক ছিলেন।

'রতন লাইব্রেরির সংগ্রহের গ্রন্থগুলির মধ্যে প্রায় তিন হাজার বাংলা ও ইংরাজি গ্রন্থ ও পত্র পত্রিকা অমলেন্দু মিত্র ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে শান্তিনিকেতনের পঞ্চানন মণ্ডল পরিচালিত 'পল্লীশ্রী' গ্রন্থাগারে দান করেন। পরবর্তীতে পঞ্চানন মণ্ডল তার গ্রন্থাগারের কিছু বই বিশ্ববারতীর কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে দান করেন। ফলে বলা যায় রতন লাইব্রেরির কিছু বই বিশ্বভারতীর কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। এই সংগ্রহের অল্প কিছু বই সিউড়িতে অবস্থিত বীরভূম জেলাগ্রন্থাগারে দান করা হয়েছিল।

গবেষক মহলে অত্যন্ত সুপরিচিত ছিল 'রতন লাইব্রেরি। দেশ ও বিদেশের অসংখ্য গবেষক এই গ্রন্থাগারের অমূল্য সম্পদ ব্যবহার করেছেন। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এই গ্রন্থাগারের নিয়মিত পাঠক ছিলেন। তিনি উল্লেখ করেছেন — ''আমি সে সময়ে (১৩২০-২১) মাঝে মাঝে কিছু পয়সা জোগাড় করিয়া সিউড়ি চলিয়া যাইতাম। তুলসী বৈষ্ণবীর হোটেলে যাইতাম, ছয় আনা পয়সায় দুইবেলা পেট ভরিয়া খাওয়া হইত। কাজ ছিল শিবরতন মিত্রের লাইব্রেরির দুইবেলা পুস্তক পাঠ ... পয়সা ফুরাইলে পলাইয়া আসিতাম"। ইতিহাসবিদ বিমানবিহারী মজুমদার নিয়মিতভাবে এই গ্রন্থাগারের সাহায্য গ্রহণ করতেন। প্রয়োজনে শিবরতন মিত্র নিজেই গবেষকদের তথ্য সরবরাহ করেছেন। গুরুসদয় দত্তকে 'রাইবিশে' নৃত্যের ঐতিহাসিক ভিত্তি সম্পর্কে প্রথম প্রামাণ্য

উপাদান বা তথ্য সরবরাহ করেন তিনি। শিবরতনের এই সাহায্যের কথা গুরুসদয় তাঁর ''বাংলার বীরযোদ্ধা রায়বেঁশে'' গ্রন্থেও স্বীকার করেছেন। পরবর্তীকালে শিবরতনকে লেখা একটি পত্রেও গুরুসদয় তার এই সাহায্য কৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার করেছেন — ''আপনার নিজের অমূল্য সাহিত্যিক দান ছাড়া একমাত্র রায়বেঁশের পুণরাবিষ্কারের ইতিহাসের সংগ্রহে আপনার নাম বাংলার ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে ইহা আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস।''

নিজে পুঁথি সংগ্রাহক হলেও শিবরতনের এই কাজে অন্য প্রতিষ্ঠানকেও সাহায্য করেছিলেন। এশিয়াটিক সোসাইটিকে তিনি সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন, এগারোটি মূল্যবান পুঁথি — জয়দেবচরিত্র, অর্জুনগীতা, দণ্ডীপর্ব, শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, মনসামঙ্গল, মোহসুদগর, বিহদ্‌বিরাট, ধর্ম্মপুরাণ, অর্জুন সংবাদ এবং শ্রীকৃষ্ণলীলা। ভাগবতরত্ন কুলদাপ্রসাদ মল্লিক লিখেছেন, বীরভূমের প্রত্ন ও ইতিহাস চর্চার জগতে স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব হলেন সিঁউড়ির রতন লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠাতা শিবরতন মিত্র। এই 'রতন লাইব্রেরি' নিজ সংগ্রহে আনতে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'বহু চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য হইতে পারেন নাই।'

শিবরতন তাঁর বঙ্গীয় সাহিত্য সেবক গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছিলেন, আমার আকাঙ্খা, আমি যে গ্রন্থরাজি সংগৃহীত করিয়াছি তৎসমুদয় অবলম্বনে মাতৃভাষার অনুসন্ধান কার্য পরিচালনা করিব এবং আমার পুত্রগণের মধ্যে মাতৃভাষার সেবা করিয়া ধন্য ও চরিতার্থ হইবার ভাব জাগ্রত ও উদ্বুদ্ধ করিয়া দিব। মা বীণাপাণির কৃপায় আমার সে আকাঙ্খা নিতান্তই নিরর্থক হইবে বলিয়া আলাদা করি না।

এই রতন লাইব্রেরিতে এমন কোনও বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি পদার্পণ করেন নি যিনি এই লাইব্রেরির পুঁথি পাঠ করেননি। কলকাতা ও ঢাকার বাইরে স্বাধীনতার পূর্ববর্তী কালে বাংলার আর কোনও লাইব্রেরিতে এত অধিকসংখ্যক হস্তলিখিত পুঁথি সংগৃহীত ছিল না, বিদ্বান মানুষের কাছে এই 'রতন লাইব্রেরি' ছিল একটি দর্শনীয় স্থান।

তথ্যসগ্রহ:

১. বীরভূমের ইতিহাস : গৌরীহর মিত্র/সম্পাদনা পার্থশঙ্খ মজুমদার। কলকাতা, আশাদীপ, ২০১১

২. বীরভূমের প্রবন্ধাবলী : সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়, সিউড়ি, রাঢ়, ২০২২

৩. সিউড়ির ইতিবৃত্ত/পার্থপ্রতিম দে। দ্বিতীয় পরিব.ও পরিমা.সং। কলকাতা, গল্পসরণি, ২০১৫

৪. বীরভূমের মুখ/তরুণ তপন বসু সম্পাদিত। সিউড়ি, রাধারাণী, ২০১৬

৫. বীরভূমের ইতিহাস/গৌরীহর মিত্র; সম্পাদনা ড: অরুণ চৌধুরী। সিউড়ি, রাঢ়, ২০০৫

৬. শিবরতন মিত্র রচনা সংগ্রহ/সম্পাদনা পার্থশঙ্খ মজুমদার। কলকাতা, আশাদীপ, ২০০৯

৭. সিউড়ি শহরের ইতিহাস/সুকুমার সিংহ। পরিব.ও পরিমা.সং। কলকাতা, আশাদীপ, ২০১০

।। সদ্য প্রকাশিত।।

Evolution of Resource Description

Ratna Bandopadhyay

Publisher : Bengal Library Association

Price : Rs. 380.00

গ্রন্থাগারে ব্লকচেন প্রযুক্তির ব্যবহার

ড. গৌতম মুখোপাধ্যায়*
গ্রন্থাগারিক, চন্দ্রপুর কলেজ, চন্দ্রপুর, পূর্ব বর্ধমান

১. সূচনা:

ইদানিংকালে খুব দ্রুত একটার পর একটা প্রযুক্তি অন্যকে পেছনে ফেলে অগ্রসর হতে দেখা যাচ্ছে। তথ্য প্রযুক্তির দুনিয়ায় প্রযুক্তির এই উল্লম্ফন দীর্ঘতর হতে দেখা গেছে। গ্রন্থাগারও একই সঙ্গে শিল্প ও প্রযুক্তির বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ক্রমাগত নিজেকে সুবিধামত করে পাল্টে নিচ্ছে। আগের গ্রন্থ সংগ্রহ, মজুত, সংরক্ষণ ও পরিষেবার পদ্ধতি পরিবর্তিত হয়ে ডিজিটাল মাধ্যমে ডিজিটাল ফরম্যাটে উদীয়মান হচ্ছে। তার এই সুদীর্ঘ যাত্রাপথে সদ্য উদ্ভূত নানান প্রযুক্তির ভূমিকা অনস্বীকার্য। এরূপে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের পথ প্রশস্ত করে প্রযুক্তির জগতে আবির্ভূত হয়েছে 'ব্লকচেন'। ডিজিটাল তথ্য বিনিময়ের জগতে নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করতে এই ব্লকচেন প্রযুক্তির ব্যবহার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে।

২. উদ্দেশ্য:

ব্লকচেন প্রযুক্তি ও গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্রে তার ব্যবহারকে জানার উদ্দেশ্য নিয়ে এই প্রবন্ধের অবতারণা। গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানে এর প্রয়োগকে জানার আগে ব্লকচেন প্রযুক্তির ধারণা ও প্রকার সম্পর্কে জেনে নেওয়া দরকার। বর্তমানের গ্রন্থাগারগুলোর নতুন অবয়ব ধারণ করার পেছনে উক্ত প্রযুক্তির যে অবদান রয়েছে তার কিছুটা জানাই এর উদ্দেশ্য।

৩. ব্লকচেন প্রযুক্তির ধারণা:

সাধারণভাবে, ক্রিপ্টোকারেন্সিতে ব্যবহৃত বিস্তৃত অন্তর্জালে অতীতের কার্যসম্পাদনের লিপিবদ্ধ ও বন্টিত নথি হল ব্লকচেন। এখানে নথি বা তার ডেটাবেস ব্লক হিসাবে একে অপরের সঙ্গে সময়ানুক্রমে যুক্ত থাকে। চিরাচরিত ডেটাবেস সিস্টেমে তথ্য কেন্দ্রীয় সার্ভারে মজুত থাকে। কিন্তু ব্লকচেন প্রযুক্তিতে এই তথ্য প্রথমে সংগ্রহ করে পরে তা ব্লকচেনের অন্তর্জালের সঙ্গে যুক্ত সকল কম্পিউটারে (লোড) সংগৃহীত তথ্যের অনুলিপি সামঞ্জস্যবিধান সহকারে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। ফলে এরূপ প্রযুক্তিগত ব্যবস্থায় একইসঙ্গে অন্তর্জালে থাকা অনেকগুলো কম্পিউটারে একই তথ্যের ব্যাকআপ মজুত রাখা যায়। তবে শুধুমাত্র ব্যাকআপ রাখাই এই প্রযুক্তির উদ্দেশ্য নয়। মজুত তথ্য অন্তর্জালের বিভিন্ন 'নোড'-এ সমলয়ে বন্টন করাই এর উদ্দেশ্য। তথ্য বিনিময়ের ক্ষেত্রে দ্রুততাই ক্রমে গ্রন্থাগার ও তথ্য বিনিময়ের ক্ষেত্রে দ্রুততাই ক্রমে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানে তথ্যের নিরাপত্তা, সংরক্ষণ ও বৈধতা যাচাইকরণের সঙ্গে তথ্য পরিষেবায় উক্ত প্রযুক্তির ব্যবহার অনিবার্য হয়ে উঠেছে।

৪. ব্লকচেনের পটভূমি:

স্টুয়ার্ট হেবার, ডাব্লুউ. স্কট স্টরনেটা এবং ডেভ বেয়ারের ১৯৯১ সালের একটা কাজের ওপর ভিত্তি করে ২০০৮ সালে সতোসী নাকমোটো ছদ্মনামধারী কোন ব্যক্তি যিনি অনলাইন নগদ মুদ্রা বা বিটকয়েনের উদ্ভাবন করেন। যদিও স্টুয়ার্ট হেবারের প্রায় ১০ বছর আগে অর্থাৎ ১৯৮২ সালে ক্রিপ্টোগ্রাফার ডেভিড চউম তাঁর ডিসার্টেশনে ব্লকচেনের অনুরূপ প্রোটোকলের প্রস্তাব দেন। ব্লকচেনের চারটি প্রজন্ম (যথা-ব্লকচেন ১.০, ব্লকচেন ২.০, ব্লকচেন ৩.০ এবং ব্লকচেন ৪.০) আমরা পেয়েছি। এরা বৈশিষ্ট্যগতভাবে একে অপরের থেকে স্বতন্ত্র ও অপেক্ষাকৃত উন্নত। ব্লকচেন ১.০-এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল ক্রিপ্টোকারেন্সির বিকেন্দ্রীভূত পদ্ধতি ও ডিজিটাল কারেন্সির ভিত্তি ও প্রয়োগ। ব্লকচেন ২.০তে ক্রিপ্টোকারেন্সি ছাড়াও বেশ কিছু অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান (যেমন IBM ব্লকচেনে ঐক্যমত প্রোটোকল ব্যবস্থা, প্রুফ অব অথরিটি, প্রুফ অব ওয়ার্ক/ওয়েট ইত্যাদি রয়েছে। ব্লকচেন ২.০-এর একটু উন্নততর প্রযুক্তি ব্লকচেন ৩.০ যা ফিনান্স ও সাপ্লাইচেন ব্যবস্থাপনা ছাড়াও বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন সরকারি/প্রশাসনিক কাজকর্মে, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ইন্টারনেট অব থিঙ্গস্ (আইওটি) এবং গ্রন্থাগারেও প্রয়োগ করা হচ্ছে। এছাড়া স্বচ্ছতা, অপরিবর্তনীয়তা, আন্তঃকার্যক্ষমতা, মাপযোগ্যতা ও স্থায়িত্বের মতো বিষয়গুলো এই ব্লকচেন ৩.০ প্রযুক্তি ব্যবস্থার মূলগত অংশ। তারপরই প্রযুক্তির দুনিয়ায় অবতীর্ণ হয় ব্লকচেন ৪.০ যার হাত ধরে আসতে থাকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

* Email : gm.bhadrakali@gmail.com

(আর্টিফিসিয়াল ইনটেলিজেন্স) যা মানুষের কাজকর্মের অবিকল বিকল্প হিসাবে দ্রুত স্বয়ংক্রিয় কার্য সম্পাদনে সক্ষম করছে। এছাড়া ভিডিও, অডিও, পিডিএফ কিংবা অন্যান্য ফাইল ফর্ম্যাটের ব্যবহার এই ব্লকচেন ৪.০ প্রযুক্তির আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই প্রচলন হতে দেখা যায়। ব্লকচেন ৪.০ আমাদের ক্লাউড কম্পিউটিং-এর সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়েছে। ''ব্লকচেন অ্যাজ এ সার্ভিস'' ক্লাউড কম্পিউটিং প্রযুক্তি মারফৎ ব্যবহারকারীর হাতের নাগালে এসে পড়েছে।

৫. গ্রন্থাগারে ব্লকচেন ব্যবহারের গুরুত্ব:

গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানে ব্লকচেন প্রযুক্তি বেশ কয়েকটি নতুন সম্ভাবনার রাস্তা দেখিয়েছে। ডিজিটাল রাইট ম্যানেজমেন্ট টুল (DRM Tool) হিসাবে কিংবা উন্নত মেটাডেটা সিস্টেম, সমকক্ষ গবেষকদের সঙ্গে দ্রুত যোগাযোগ ইত্যাদি কাজে ব্লকচেনের প্রয়োগ ও নির্ভরযোগ্য সহায়করূপে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। গ্রন্থাগারে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্লকচেন ভিত্তিক প্রযুক্তির ব্যবহার খুব অল্প সময়ে মুহূর্তের মধ্যে পরিষেবা পৌঁছে দিতে সক্ষম হচ্ছে। এরূপ কয়েকটি ক্ষেত্র নিম্নে উল্লেখ করা হল:

ক) উচ্চমানের (পাণ্ডিত্যপূর্ণ) প্রকাশনা: ডিজিটাল রেকর্ডে সময় উল্লেখ পূর্বক জার্নাল আর্টিকেলের যাচাইযোগ্য ভার্সন (Version) তৈরী, কর্তৃত্বপূর্ণ (authoritative) তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও লেনদেন এবং সর্বোপরি বিজ্ঞানধর্মী গবেষণামূলক প্রবন্ধ নিয়ে নানাবিধ কাজে ব্লকচেন ব্যবহৃত হচ্ছে।

খ) ডিজিটাল সংরক্ষণেও ব্লকচেন প্রযুক্তির ব্যবহার লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

গ) প্লেজিয়ারিজম: অন্যের প্রবন্ধ বা গবেষণাপত্র থেকে অনুকরণ করে প্রবন্ধকে চট্‌জলদি চিহ্নিত করতে সহায়তা করে।

ঘ) স্থানীয় সম্প্রদায়ভিত্তিক জনগ্রন্থাগারগুলিতে সংগৃহীত সম্পদের বিনিময়, সহায়ক ও পরিষেবায় ব্লকচেন ব্যবহারের সুবিধা রয়েছে।

ঙ) বিভিন্ন গ্রন্থাগার ও তাদের ব্যবহারকারীর মধ্যে যোগাযোগসাধন ও লেনদেন সম্ভবপর হয়েছে।

চ) লাইব্রেরিতে ডিআরএম টুল হিসবে ব্লকচেন ডিজিটাল স্বত্ব ব্যবস্থাপনা এবং গবেষণা ও উন্নয়নে মেধাসম্পদের স্বত্ব রক্ষার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করে ব্লকচেন প্রযুক্তি।

ছ) বিশেষ গ্রন্থাগার সংগ্রহ বা কোন সরকারি লেখ্যাগার যেখানে নথির উৎস ও সত্যতা যাচাইকরণ খুব প্রয়োজনীয় সেখানে ব্লকচেন প্রয়োগ অনেকটা সুবিধাজনক সহায়ককারী প্রযুক্তি হয়ে উঠেছে।

জ) গ্রন্থাগারে উপাত্ত ব্যবস্থাপনা ও পরিচয়পত্র বা শংসাপত্র যাচাইকরণে ব্লকচেন কাজে লাগানো যেতে পারে।

উপরের বিষয়গুলো ছাড়াও গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্রে তথ্য নিরাপত্তা, গোপনীয়তা সহজলভ্যতা ও তথ্যের একত্রীকরণ ও সংহতিসাধনের কাজে ব্লকচেনের ব্যাপক ব্যবহার তথ্যের দুনিয়ায় জোয়ার এনেছে। তথ্য সম্পদের বিকেন্দ্রীকরণ, ব্যয় হ্রাস, লাইব্রেরি নেটওয়ার্কের সঙ্গে সমন্বয় ও সংযোগসাধন, দক্ষ ও স্বচ্ছ লেনদেন এমনকি আন্তর্জাতিক লেনদেনে ব্লকচেন মুদ্রার ব্যবহার বিশেষ সুবিধা প্রদান করে।

৬. কিছু সীমাবদ্ধতা:

উপাত্তের অপরিবর্তনীয়তা ব্লকচেন প্রযুক্তির একটি প্রধান সীমাবদ্ধতা। একত্রে অনেক বেশি পরিমান লেনদেন দ্রুত সংঘটিত হয় বলে প্রচুর শক্তিক্ষয় (energy consumption) পরিবেশের পক্ষে খুব একটা গ্রহণযোগ্য হয় না। তাই ব্লকচেন নেটওয়ার্ক প্রক্রিয়ায় লেনদেনের সংখ্যা সীমিত রাখতে হয়।

৭. উপসংহার:

হাল আমলের ফ্যাশন দুরস্ত গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্রে ব্লকচেন প্রযুক্তি বিস্ময়কর সম্ভাবনার পথ উন্মোচন করেছে। ক্রিপটানালিটিক (Cryptanalytic) প্রযুক্তির প্রয়োগে বিচিত্র কার্যাবলির সহজ ও দ্রুত সমাধান ভবিষ্যতের শিক্ষানুরাগী ও গবেষকদের মধ্যে বিরাট সুযোগ ও চ্যালেঞ্জের আকার ধারণ করেছে।

তথ্যসূত্র:

১. Zhang, L. (2019). Blockchain : the new technology and its application for libraries. Journal of Electronic Resources Librarianship, 31(4), 278-280.

২. Frederick, D. E. (2019). Blockchain libraries and the data deluge. Library Hi Tech News, 36(10), 1-7.

৩. Hussain, Abid (2021). Uses of blockchain technologies in library services. Library Hi Tech News, 38(8), 9-11.

৪. Kushwoha, A. K. and Singh, A. P. (2020). Connecting blockchain technology with libraries : opportunities and risks. Journal of Indian Library Association, 56(3), 12-19.

৫. Gupta, B. (2022). Understanding blockchain technology : how it works and what it can do. Metaverse Basic and Applied Research, 1, 18-18.

।। বিজ্ঞপ্তি।।

বার্ষিক সাধারণ সভা

আগামী ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪-এ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ৮৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে পরিষদ ভবনে বেলা ১ টায়। নির্দিষ্ট তারিখ এবং সময়ে পরিষদের সদস্য/সদস্যাদের উপস্থিত হতে অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

—কর্মসচিব

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

।। সদ্য প্রকাশিত।।

“গ্রন্থাগার” পত্রিকা সম্মিলিত সূচি

ড. অসিতাভ দাশ এবং ড. স্বগুণা দত্ত

প্রকাশক ঃ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

মূল্য ঃ ৫০০.০০ টাকা

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে নথি ডিজিটাইজেশন পদ্ধতির পর্যালোচনা

ড. স্বরূপ কুমার রাজ ও কাকলি দে
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

১. ভূমিকা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে ডিজিটাইজেশন প্রকল্পটি একটি গবেষণামূলক প্রক্রিয়া। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে প্রযুক্তি স্থানান্তর কীভাবে পরিচালিত হয়েছে সে সম্পর্কে এটি উদ্ভাবনী অন্তর্দৃষ্টি সরবরাহ করে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থাটি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ৫টি ক্যাম্পাস গ্রন্থাগার, ২৯টি বিভাগীয় গ্রন্থাগার এবং ৪টি উন্নত গবেষণা কেন্দ্র গ্রন্থাগার নিয়ে গঠিত। আটটি বড় ক্যাম্পাসে গ্রন্থাগারগুলি ছড়িয়ে রয়েছে। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারটিতে বারো লক্ষেরও বেশি বইয়ের সংগ্রহ রয়েছে। বইয়ের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮টি ক্যাম্পাসে বাঁধানো পত্রিকা এবং গবেষণাপত্র সহ দুই লক্ষেরও বেশি নথি রয়েছে। এছাড়াও সম্মেলনের কার্যক্রম, রির্পোট, মানচিত্র, স্ট্যান্ডার্ড, পেটেন্টস, পাণ্ডুলিপি প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয়, ক্যাম্পাস এবং বিভাগীয় গ্রন্থাগারগুলিতে পরিবেশিত হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারগুলির সমস্ত ক্যাম্পাসে তার ব্যবহারকারীদের জন্য চৌদ্দ হাজারেরও বেশি বৈদ্যুতিন পত্রিকা এবং তিন লক্ষেরও বেশি বৈদ্যুতিন বই সরবরাহ করা আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থীরা ও অন্যান্য ব্যবহারকারীরা নিম্নোক্ত গ্রন্থাগার ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সমস্ত ক্যাম্পাস থেকে বৈদ্যুতিন সামগ্রীগুলি ডাউনলোড করতে পারে : http://www.culibrary.ac.in

ডিজিটাইজড নথির তালিকা:

- বার্ষিক প্রতিবেদন
- বাংলা পত্রিকাসমূহ
- সমাবর্তনে দীক্ষান্ত ভাষণ
- কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন রিপোর্ট
- গবেষণাপত্র সমগ্র
- আর্থিক প্রতিবেদন
- শতবর্ষে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
- বক্তৃতা সংরক্ষণাগার
- ডাক্তারি গবেষণামূলক প্রবন্ধ
- এনডাউমেন্ট বক্তৃতা
- PRS গবেষণামূলক প্রবন্ধ
- সেনেট, সিন্ডিকেট ও পরিষদের মিনিট
- সিন্ডিকেট মিনিট
- বিবিধ প্রতিবেদন
- পুরানো এবং বিরল বই
- পুরাতন সিলেবাস
- বিরল ও বিখ্যাত চিত্র
- টেগোর আইন বক্তৃতা
- দ্য ক্যালকাটা রিভিউ
- আধুনিক পর্যালোচনা
- বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা
- বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন
- বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেন্ডার
- বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্র
- বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধিসমূহ
- বৈদ্যুতিন পত্রিকা
- বৈদ্যুতিন বই - NDLI (National Digital Library of India) এর মাধ্যমে ডাউনলোডযোগ্য। এটি IIT, Kharagpur

দ্বারা পরিচালিত ও প্রতিপালিত হয়।

- অনলাইন সূচি
- Scopus, SCC Online এবং Derwent Innovation

বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারটিতে ষোড়শ শতাব্দী থেকে প্রকাশিত বিরল বইগুলির একটি বৃহৎ সংগ্রহ রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় পুরানো এই নথিগুলিকে সংরক্ষণ করেছে। বিরল বইয়ের ডিজিটাইজেশন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

২. বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিজিটাল গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্য নথিসমূহ ডিজিটাইজেশনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা এবং পদ্ধতি:

ব্যবহৃত কৌশল এবং সরঞ্জাম: উচ্চ রেজোলিউশনযুক্ত স্ক্যানার এবং অপটিক্যাল ক্যারেক্টার রিডার (OCR) নথির ডিজিটাইজেশনের জন্য ব্যবহৃত হয়। স্ক্যানারগুলির নথির আকারের প্রয়োজন অনুসারে কাস্টমাইজ করা হয় এবং ব্যবহৃত হয়। স্ক্যান করা নথিগুলির রেজোলিউশন ৩০০ ডিপিআই (DPI)।

অপটিক্যাল ক্যারেক্টার রিডার (OCR) সফটওয়্যার স্ক্যানারের সাথে মুদ্রিত অক্ষরগুলিকে ডিজিটাল পাঠ্যে রূপান্তর করতে পারে এবং ওয়ার্ড প্রসেসিং প্রোগ্রামে নথির সম্পাদনা করার অনুমতি দেয়। নথি স্ক্যানার এবং বই স্ক্যানারগুলির মতো বিভিন্ন ধরনের স্ক্যানার রয়েছে যা বিশেষত গ্রন্থাগারগুলিতে ব্যবহৃত হয়। অন্যান্য ধরনের স্ক্যানার হল আর্ট স্ক্যানার, অটোমেটিক স্ক্যানার, অবজেক্ট স্ক্যানার, এক্সরে / MRI ফিল্মস্ক্যানার, প্রশস্ত ফর্ম্যাট স্ক্যানার, বড় ফ্ল্যাটবেড স্ক্যানার, ফিল্ম / ফটো / TP স্ক্যানার। স্ক্যানারগুলিতে সাধারণত যে সফটওয়্যার থাকে, যেমন Adobe এর ফটোশপ যা নথিগুলির আকার কিছুটা পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করতে পারে এবং অন্যথায় কোন পুরানো ছবিকে সংশোধন করে পরিমার্জিত করা সম্ভব। স্ক্যানারগুলি সাধারণত কম্পিউটারে একটি ছোট সিস্টেম ইন্টারফেস (SCSI) এর সাথে সংযুক্ত থাকে। ফটোশপের মতো এই অ্যাপ্লিকেশনটি ছবি পড়তে TWAIN প্রোগ্রাম ব্যবহার করে।

নিম্নলিখিত চিত্রটি ডিজিটাইজেশন প্রক্রিয়ার কর্মপ্রবাহকে দেখায়:

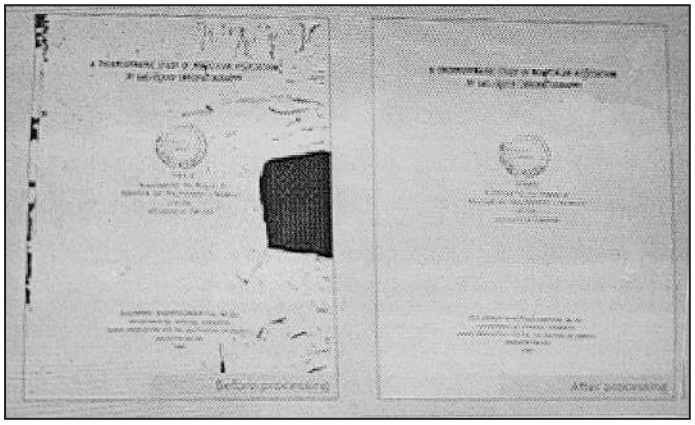

চিত্র ১: স্ক্যান করার আগে ও পরে চিত্রগুলি

চিত্র ১ তে স্ক্যানারের সাথে নথির সংযুক্তির আগে ও পরের ছবি।

আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ড চিত্র পরিবর্ধন পদ্ধতি দ্বারা ছবি পরিষ্কার, সীমান্ত অপসারণ, অপ্রয়োজনীয় অংশ বাদ দেওয়া, সাদা করা, ছবির গুণমান নিয়ন্ত্রণ (Quality Control) করা প্রভৃতি পরিমার্জিত করা সম্ভব।

৩. ব্যবহৃত সফটওয়্যার : অপটিক্যাল ক্যারেক্টার রিডার (OCR) এর জন্য ABBYY এবং পিডিএফ করার জন্য Adobe Acrobat Reader ব্যবহৃত হয়। ABBYY FineReader OCR দ্বারা মুদ্রিত গ্রন্থের উন্নত প্রতিলিপি নেওয়া যায়। OCR এমন

একটি প্রযুক্তি যা ABBYY সফটওয়্যারকে বিভিন্ন ধরণের নথি যেমন স্ক্যান করা কাগজ, পিডিএফ ফাইল বা একটি ডিজিটাল ক্যামেরায় তোলা ছবিগুলি সম্পাদনাযোগ্য এবং অনুসন্ধানযোগ্য ডেটাতে রূপান্তর করতে সক্ষম।

FineReader OCR প্রোগ্রামটি নথিগুলিকে স্ক্যান করতে স্বীকৃতি দেয়। প্রথমে প্রোগ্রামটি নথির চিত্রের কাঠামো বিশ্লেষণ করে। এটি নথির পৃষ্ঠাগুলিকে পাঠ্য, টেবল, চিত্রগুলিকে ব্লকের মতো উপাদানে ভাগ করে। প্রত্যেক লাইনকে শব্দের মধ্যে এবং তারপর অক্ষরে ভাগ করা হয়। একবার অক্ষরগুলি একত্রিত হয়ে গেলে, প্রোগ্রামটি তাদের সাথে সম্পর্কিত চিত্রগুলির তুলনা করে। প্রোগ্রামটি বিভিন্ন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অসংখ্য অনুমান গঠন করে। এই অনুমানের উপর ভিত্তি করে প্রোগ্রামটি শব্দগুলিকে এবং শব্দের সাথে অক্ষরে অক্ষরে রেখার বিভাজনের বিভিন্ন রূপ বিশ্লেষণ করে। বিপুল সংখ্যক অনুমানের প্রক্রিয়া করার পরে, প্রোগ্রামটি শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নেয় আর ব্যবহারকারীকে স্বীকৃত পাঠ্যের সাথে উপস্থাপন করে।

গবেষণা পত্র : প্রায় ১৪২৮০টি গবেষণা পত্র ডিজিটাইজ করা হয়েছে এবং সম্পূর্ণ পাঠ্য উপলব্ধ হচ্ছে। Shodhganga@INFLIBNET Center গবেষণাপত্র জমা দেবার জন্য একটা ভাণ্ডার গঠন করেছে এবং মুক্ত ব্যবহারের মাধ্যমে এই গবেষণাপত্রগুলি বিদ্বান সম্প্রদায়ের কাছে উপলব্ধ হয়। এই সংগ্রহশালাটি গবেষকদের জমা দেওয়া বৈদ্যুতিন গবেষণা এবং গবেষণামূলক প্রবন্ধের প্রতিলিপি, সূচক, সঞ্চয়, প্রচার ও সংরক্ষণ করতে পারে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শোধগঙ্গায় ডিজিটাইজড গবেষণাপত্রের ভাণ্ডারে যোগদানের অবদান আছে।

৪. ডিজিটাইজেশনের জন্য ব্যবহৃত জনশক্তি: ডিজিটাইজেশন IT পেশাদাররা করেন। আউটসোর্সিং Proquest এবং Informetrics থেকে সাহায্য নিয়ে করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের কর্মীরাও এই প্রক্রিয়াতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অংশ নেয়। ব্যবস্থাপকরা প্রকল্পটি তদারকি করেন এবং বিশেষজ্ঞ জ্ঞান ও দক্ষতা সহকারে কাজ করেন। উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন স্ক্যানার এবং অপটিক্যাল ক্যারেক্টার রিডার (OCR) সরঞ্জামাদি ব্যবহারের জন্য গ্রন্থাগারের কর্মীদেরও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে।

নিম্নলিখিত চিত্রগুলি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে ব্যবহৃত নথি এবং বই স্ক্যানার দেখায়—

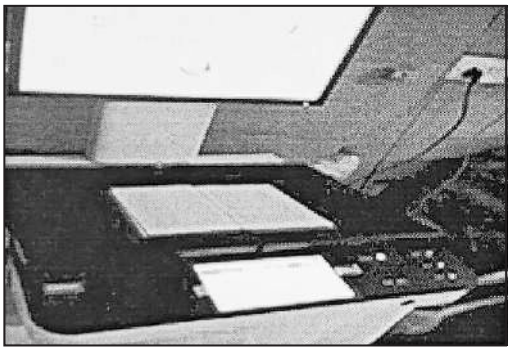

চিত্র ২: বইয়ের স্ক্যানার ফ্ল্যাট মোডচিত্র

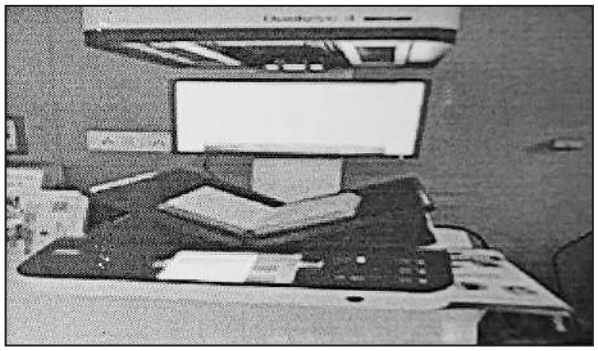

৩: একটি বই সহ বইয়ের স্ক্যানার ফোল্ডার মোড

৫. স্ক্যান প্রক্রিয়া: স্ক্যান করার জন্য নথি বা বইটি স্ক্যানারের প্রয়োজন মতো ফ্ল্যাট বা ফোল্ডার মোডে স্থাপন করা হয় ও রেজোলিউশন (ডি পি আই) স্ক্যানারের মেনু বোতাম থেকে নির্বাচন করা হয় এবং তারপরে স্ক্যান মোড বোতাম টিপতে হয়। বই বা নথির হলুদ বর্ণের পুরানো রঙটি পুরোপুরি সরিয়ে ফেলা যায় যাতে এটি স্পষ্টভাবে পড়া যায়। স্ক্যান মোড বোতাম টিপবার পর একটি লেজার রশ্মি পৃষ্ঠাটিকে স্ক্যান করে এবং চিত্রটিকে মনিটরের পর্দায় প্রেরণ করে। এর পরে উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করা হয় এবং একটি পরিষ্কার চূড়ান্ত চিত্র পাওয়া যায়। তবে স্ক্যান করার পরে চূড়ান্ত নথিটি পেতে ছবিটি OCR এর মাধ্যমে প্রকরণ করতে হবে।

ডিজিটাইজেশন প্রক্রিয়ার প্রথমে নথির নির্বাচন করার পর সেটিকে সংরক্ষণ করতে হবে এবং শেষে ঐ নথিটির ডিজিটাইজেশন করতে হবে।

প্রতি ১০ ঘণ্টায় প্রায় ৫০০ থেকে ১০০০টি স্ক্যানই প্রকৃত ফলাফল এবং ১০০০টি চিত্র পাওয়া যায়। বাজারে বিভিন্ন ধরনের ডিজিটাইজেশন সফটওয়্যার রয়েছে, যেমন — Silverfast Ai Studio 8, Book Capturing Software, News Clip Software, Csort Raster to Vector, EDMS-Archiflow and Indian Language OCR।

৬. উদ্দেশ্য: ডিজিটাল গ্রন্থাগারের মূল লক্ষ্য হল পুরানো পত্রিকা, বিরল বই ও গবেষণা পত্রের ডিজিটাইজেশন। পুরানো পত্রিকার নথিগুলি ডিজিটাইজেশন প্রক্রিয়াধীন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিজিটাল গ্রন্থাগারে নথিগুলির ডিজিটাইজেশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কীভাবে বৈদ্যুতিন সম্পদগুলির ব্যবস্থাপনার উপর প্রধান দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়। ডিজিটাইজেশনের উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থী এবং গবেষকদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিষেবা দেওয়া এবং তাদের বৈদ্যুতিন রিপোজিটারি থেকে দ্রুত এবং সহজতর তথ্য পুনরুদ্ধারে সাহায্য করা। ডিজিটাইজড নথিগুলি কেবল বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের মধ্যেই প্রবেশ অধিকার আছে।

৭. ডিজিটাইজেশনের সুবিধা: গ্রন্থাগারের বৈদ্যুতিন সম্পদগুলির ব্যবহার করার সময় ব্যবহারকারীদের যে উপকারগুলি করছে তা নীচে রয়েছে:

- এটি চব্বিশ ঘণ্টা বৈদ্যুতিন সম্পদগুলির দূরবর্তী ব্যবহারে অনুমতি দেয়
- এটি একাধিক ব্যবহারকারী একসাথে যে কোনো জায়গায় ব্যবহার করতে পারে
- বৈদ্যুতিন সম্পদগুলিকে সময়োপযোগী এবং দ্রুত ব্যবহার করা হয়
- এটি লেখক / প্রকাশক এবং ব্যবহারকারীদের মধ্যে কথোপকথনের অনুমতি দেয়
- বিভিন্ন বিকল্প প্রক্রিয়া অনুসন্ধান করে
- এটি মাল্টিমিডিয়ার ব্যবহারগুলিকে সমর্থন করে
- স্থানাভাবের সমস্যা দূর করে।
- পরিবেশবন্ধু বাতাবরণ তৈরী করে।
- মুদ্রণ এবং ডাক খরচ কম হয়।
- এটির প্রকাশকগণ প্রদত্ত সতর্কতা পরিষেবার সাথে সহজেই একত্রিত হতে পারে।
- এটি সম্পূর্ণরূপে পাঠ্য অনুসন্ধান সরবরাহ করে।
- নিখোঁজ সমস্যাগুলির সহজেই সমাধান করা যায়।
- লগইন / পাসওয়ার্ড বা আইপি ভিত্তিক অবৈধ ব্যবহার প্রতিরোধ সম্ভব।
- অনেক ভাষায় অনুবাদ করা সহজ।

এছাড়াও ইন্টারনেটে মুদ্রণ সংস্করণটি বৈদ্যুতিন রূপে আপলোড হওয়ার সাথে সাথে এটি উপলব্ধ হয়। বৈদ্যুতিন সংস্করণ মুদ্রণ সংস্করণের তুলনায় সস্তা এবং ব্যবহার-বান্ধব। পত্রিকা বা বইগুলির শিরোনাম, লেখক বা সম্পাদক, বিষয়, মুখ্য শব্দচয়ন বা স্বাধীন পাঠ্য অনুসন্ধান, বুলিয়ান অনুসন্ধান ইত্যাদি দ্বারা অনুসন্ধান করা যেতে পারে যার জন্য শারীরিক প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং পরিচালনা করার প্রয়োজন হয় না। সংরক্ষিত ফাইলগুলি কম খরচে রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য হার্ডডিস্ক ড্রাইভের আকারে করা যেতে পারে। গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীরা ই-মেলের মাধ্যমে লেখকদেরকে অনলাইন প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে। যে নিবন্ধগুলি নিখরচায় পাওয়া যায় না সেগুলি সরাসরি কোনও ই-মেল প্রেরণের মাধ্যমে লেখকের কাছ থেকে নেওয়া যেতে পারে। বৈদ্যুতিন সামগ্রীগুলির কপিরাইট সুরক্ষা রয়েছে এবং সামগ্রীর সত্যতা সংরক্ষণ করা হয়েছে। ড: এস. আর. রঙ্গনাথনের বর্ণিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ৫ম আইন বিবেচনায় রেখে, বৈদ্যুতিন সামগ্রীগুলি গ্রন্থাগারের স্থান বাঁচায় এবং ডিজিটাল ও মুদ্রিত সম্পদের আরও বেশি ব্যবহার সম্ভব।

৮. প্রকৃত ব্যবহারকারী: ডিজিটাল গ্রন্থাগারে শিক্ষার্থী, গবেষক, শিক্ষক, গ্রন্থাগার পেশায়যুক্ত এবং অন্যান্য সংস্থার দর্শনার্থীরা ব্যবহার করেন। প্রতিদিন বৈদ্যুতিন সম্পদ ব্যবহারের জন্য গড়ে ১০০ থেকে ১৫০ জন ব্যবহারকারী গ্রন্থাগারে আসেন। বর্তমানে প্রতিদিন গড়ে ১০০০ জন ব্যবহারকারী ইন্টারনেটের মাধ্যমে ডিজিটাল গ্রন্থাগারের সুবিধা পেয়ে থাকেন। এখন বিশ্বজুড়ে ব্যবহারকারীরা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার সংগ্রহের তথ্য পেতে পারেন।

৯. উপসংহার: বিশ্ববিদ্যালয় ডিজিটাল গ্রন্থাগার এবং ডিজিটাইজেশন পদ্ধতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা এবং গবেষণার মানকে বাড়িয়ে তুলবে। এটি শিক্ষার্থীদের শিক্ষামূলক প্রশিক্ষণের সময় অনুপ্রাণিত করবে। এখানে বৈদ্যুতিন সম্পদের সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক ভাণ্ডারে (Institutional Repository) আরও বৈদ্যুতিন সম্পদ যুক্ত হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের নতুন দৃষ্টান্ত শিখতে অনুপ্রাণিত করার জন্য ডিজিটাল গ্রন্থাগার প্ল্যাটফর্ম হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়টিতে উপযুক্ত ও যোগ্য পেশাদার প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করা উচিত — যারা মুদ্রিত নথিকে বৈদ্যুতিন আকারে স্থানান্তর করতে নতুন প্রযুক্তিগত দক্ষতা, বিশেষ দক্ষতা এবং ডিজিটাইজেশনের জ্ঞান নিয়ে কাজ করবে।

গ্রন্থাগারের ফটোকপি বিভাগটি বড় ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। এখানে আমরা Clayton Christensen দ্বারা রচিত একটি শব্দ 'বিঘ্নিত উদ্ভাবন' (Disruptive innovation) উল্লেখ করতে পারি যেটা কোনও পণ্য বা বৈদ্যুতিন সম্পদ সূচনা করে একটি প্রতিষ্ঠিত শিল্পে বা গ্রন্থাগারে পরিষেবা সরবরাহ করে এবং সাধারণত বিদ্যমান পরিষেবাগুলির চেয়ে কম খরচে করা যায়। বর্তমানে ফটোকপি বিভাগটির পরিষেবা বন্ধ হওয়ার মুখে কারণ বৈদ্যুতিন সম্পদ পরিষেবা কম খরচে পাওয়া যায়। ফলস্বরূপ গ্রন্থাগারটি এক নতুন রূপে প্রদর্শিত হবে। গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীরা নথির ফটোকপির চেয়ে ডিজিটাইজড নথিগুলি দেখা/পড়া বেশি পছন্দ করে থাকেন।

১০. তথ্যসূত্র:

১. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট : www.caluniv.ac.in) (জানুয়ারি, ২০২৪ তে পরিদর্শন করা হয়েছে)।

২. বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার পেশাদার এবং তথ্য বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা ডিজিটাল গ্রন্থাগার সম্পর্কিত তথ্য (মে, ২০২৪ পরিদর্শন করা হয়েছে)।

৩. www.google.com (জানুয়ারি, ২০২৪ তে পরিদর্শন করা হয়েছে)।

৪. www.vikmans.com (জানুয়ারি, ২০২৪ পরিদর্শন করা হয়েছে)।

।। সদ্য প্রকাশিত।।

বিশ্বভারতী-শান্তিনিকেতন লাইব্রেরি

এবং

এক অন্য রবীন্দ্রনাথ

লেখক ঃ সুকুমার দাস

প্রকাশক ঃ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

মূল্য ঃ ২৭৫.০০ টাকা

বিদ্যালয় গ্রন্থাগার : হতাশার সেকাল ও একাল

ড. অরূপরতন দাস
গ্রন্থাগারিক, ইছাপুর বিভুকিঙ্কর হাই স্কুল

ভূমিকা: ১৯৩৪ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারি চুঁচুড়ার দেশবন্ধু হাই স্কুলের এক বিশেষ অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে (যেটি ১৩৪১ বঙ্গাব্দে 'বিচিত্রা' পত্রিকার ফাল্গুন সংখ্যায় 'গ্রন্থাগার' নামে প্রকাশিত হয়) তৎকালের একজন বিদগ্ধ সাহিত্যিক, ইতিহাসবেত্তা ও গ্রন্থাগার প্রেমিক হরিহর শেঠ বলেছিলেন, ''শিক্ষালয়ের সহিত পুস্তকাগার অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পর্কিত। আমাদের বিদ্যালয় সমূহের সংশ্লিষ্ট পুস্তকাগারগুলির অবস্থা অধিকাংশ স্থানেই শোচনীয়।''

অন্যদিকে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের বাগেশ্বরী অধ্যাপক ও কর্মজীবনের সূচনালগ্নে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান গ্রন্থাগারিক এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি ড. নীহাররঞ্জন রায় ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ ও ২০ মার্চ মেদিনীপুরে অনুষ্ঠিত পঞ্চম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে (যেটি ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে 'সৌরভ' পত্রিকার জৈষ্ঠ্য সংখ্যায় 'পাঠাগার' নামে প্রকাশিত হয়) বলেন, ''আমাদের বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষীয়েরা গ্রন্থাগারকে যথোপযুক্ত স্থান ও সম্মান দেননি। প্রায়ই দেখা যায়, বিদ্যালয়ের সর্ব্বাপেক্ষা অন্ধকার ঘরটিতে গ্রন্থাগারের অবস্থান, গ্রন্থসম্ভার যথেষ্ট নয়, পুস্তক নির্বাচন ও ক্রয়ে কোন নিয়ম অনুসৃত হয় না, ...'' ইত্যাদি। পাঠকদের সঠিক পরিষেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, ''এ বিষয়ে প্রথম কর্তব্য হচ্ছে, সুশিক্ষিত গ্রন্থাধ্যক্ষ নিয়োগ; তাঁকে বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও শিক্ষকের সমান মর্যাদা, ক্ষমতা ও বেতন দিতে হবে।''

এই দুই মহাজীবনের প্রায় শতাব্দী প্রাচীন বক্তব্যের নিরিখে আজকের বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের তুলনা টানলে দেখা যায় যে আমরা প্রায় একই জায়গায় রয়ে গেছি।

বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক : বর্তমানে আমাদের রাজ্যে প্রাথমিক ছাড়া, উচ্চ প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৩০০০-এর একটু বেশি। এই সংখ্যার তুলনায় বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সংখ্যা নগন্য বললেই চলে। রাজ্যে শুধুমাত্র উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতেই গ্রন্থাগারিক নিয়োগের চল আছে। প্রায় ৬৫০০টি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে মাত্র ২৫০০টিতে গ্রন্থাগারিক পদ রয়েছে। আর এই ২৫০০টির মধ্যেও আবার অর্ধেকের বেশি গ্রন্থাগার গ্রন্থাগারিক বিহীন।

বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের অবস্থান : যে কটি বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার টিম টিম করে জ্বলছে তাদের মধ্যে অধিকাংশই বিদ্যালয় পরিসরের প্রত্যন্ত প্রান্তে এক অন্ধকার ও স্যাঁতস্যাঁতে ঘরে অবস্থিত। সেখানে না আছে যথাযথ আসবাবপত্র, না আছে আলোবাতাসের অহরহ আনাগোনা; পাঠক ও পুস্তক সম্ভারের কথা না হয় বাদই দিলাম। সুতরাং রাজ্যে আজও যদি বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের এই হাল হয় তাহলে আমরা কি করে বলি ''বিদ্যালয়ে অধীত বিদ্যার উৎকর্ষ ও বিকাশসাধনের জন্য পুস্তকাগারের আবশ্যকতা অনিবার্য''?

বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিক নিয়োগ : বিগত এক দশকের ওপর বিদ্যালয় গ্রন্থাগারে নিয়োগ বন্ধ। অন্য সমস্ত বিদ্যালয়ের কথা বাদ দিলেও শুধুমাত্র ৬৫০০ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে মাত্র প্রায় ১০০০টিতে বর্তমানে গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত। আগামীতে সুনাগরিক গড়ে তোলার লক্ষ্যে এবং ছাত্রছাত্রীদের সর্বাঙ্গীন মানসিক ও বৌদ্ধিক বিকাশের জন্য অবিলম্বে এই সকল বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিক পদ সৃষ্টি করে নিয়োগ প্রক্রিয়া চালু করা উচিত।

গ্রন্থাগারিকের পদমর্যাদা ও বেতনক্রম : দেশের কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়, নবোদয় বিদ্যালয় বা রেলবোর্ডের অধীন বিদ্যালয় এবং বেশ কয়েকটি রাজ্যের বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকরা শিক্ষক পদমর্যাদা যুক্ত হওয়া সত্ত্বেও এবং যথোপযুক্ত শিক্ষাগত ও পেশাগত যোগ্যতা নিয়ে যাঁরা বর্তমানে রাজ্যের বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিক পদে নিযুক্ত, তাঁরা কিন্তু শিক্ষাকর্মী পদমর্যাদায় রয়েছেন। এটি খুবই পীড়াদায়ক ও অবাঞ্ছনীয়।

আবার এ রাজ্যের বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকরা তাঁদের প্রাপ্য বেতনক্রম থেকে দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চিত। রোপা ১৯৯০ থেকে

তাঁদের বেতনক্রমের অবনমন ঘটেছে। বর্তমানে স্নাতক (সাধারণ ও সান্মানিক) গ্রন্থাগারিকদের ডিপ্লোমা স্কেল দেওয়া হচ্ছে এবং স্নাতকোত্তর গ্রন্থাগারিকদের সাধারণ স্নাতকস্তরের বেতনক্রম দেওয়া হচ্ছে যা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। বেতনক্রমের দিক দিয়ে তাঁদেরকে অন্ততঃ যার যেমন শিক্ষাগত যোগ্যতা সেই অনুসারে বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের তুল্য স্নাতক (সাধারণ), স্নাতক (সান্মানিক) ও স্নাতকোত্তর বেতনমান দেওয়া উচিত।

এছাড়াও, বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের আরও অনেক পিছিয়ে পড়া দিক রয়েছে যেগুলি রাজ্যের এই গ্রন্থাগারগুলি ও তাদের পরিষেবাকে ছাত্রছাত্রী-বিমুখ করে তুলেছে।

উপসংহার : বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের পরিকাঠামো, প্রশাসন, পরিচালন, পরিষেবা, আভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া, নিয়োগ, পদমর্যাদা ও বেতনক্রম ইত্যাদি প্রত্যেকটি বিষয় সম্বলিত একটি সুষ্ঠু বিদ্যালয় গ্রন্থাগার নীতি (যা দীর্ঘদিন ধরে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়গুলিতে অনুসৃত হয়ে আসছে) প্রণয়ন ও রূপায়ণ করতে পারলেই এইসব হতাশা থেকে মুক্তি মিলবে এবং শিক্ষার্থী তাদের শিক্ষার উৎকর্ষময় পরিণতিতে উপনীত হতে পারবে।

তথ্যসূত্র:

১. অরূপরতন দাস/গ্রন্থাগার বৃত্তির সংকট ঃ প্রসঙ্গ পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয় গ্রন্থাগার (গ্রন্থাগার, ৭৩, ১, ৮-১১)।

২. অরূপরতন দাস/বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ঃ বর্তমানের হালচাল (গ্রন্থাগার, ৭০, ১১-১২, ২০-২২)

৩. অসিতাভ দাশ/গ্রন্থনীড় — কলকাতা ঃ বুক্স হেভেন, পৃ. ৩৮-৪১, ১০৫, ১০৮-১০৯।

।। বিশেষ বিজ্ঞপ্তি।।

পরিষদের শতবর্ষ উপলক্ষে গ্রন্থাগার পত্রিকার বিশেষ সংকলন প্রকাশ পাবে এবং সাথে সাথে শতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে অন্য আরেকটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ পাবে। পরিষদের শুভাকাঙ্ক্ষী সহ সকলের কাছে এবং প্রত্যেককে অনুরোধ করছি এই বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করতে এবং অনধিক চার পাতার মধ্যে আপনার লিখিত প্রবন্ধ দুই কপি দ্রুত আমাদের দপ্তরে পাঠিয়ে দিন। লেখা মনোনীত হলে তা অবশ্যই প্রকাশ করা হবে।

আমার দেখা কিছু বিদেশী গ্রন্থাগার

মলয় রায়*

ভূ-পর্যটক

[পূর্ব সংখ্যায় প্রকাশের শেষাংশ]

যুক্তরাষ্ট্রে 'লাইব্রেরিয়ান অব কংগ্রেস' পদটি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে এর নিয়োগ দেন স্বয়ং রাষ্ট্রপতি, সেনেটের অনুমতি সাপেক্ষ। এ পর্যন্ত মোট তেরজন লাইব্রেরীয়ান এখানে কাজ করেছেন। বর্তমান লাইব্রেরিয়ানের নাম জেম্‌স, এইচ, বিলিংটন। ইনি এই পদে আছেন পঁচিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে। আগেও বলেছি এই লাইব্রেরিতে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার মধ্যে কবিতাকেও বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়। তাই একটি বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ পদের নাম 'Consultant in the poetry to the Library of Congress' 'লাইব্রেরি অব কংগ্রেস' এর কবিতা সম্পর্কিত পরামর্শ দাতা। এই গ্রন্থাগার পপসং, সাহিত্য এবং মানবিকবিদ্যার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য বার্ষিক পুরস্কার প্রদানের আয়োজন করে থাকে। বছরে প্রায় পনের লক্ষ লোক এই গ্রন্থাগার-এ আসেন। যাদের বেশির ভাগই আসেন স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলা দেখতে। সেইজন্যই গাইডেড ট্যুরের ব্যবস্থা। গ্রন্থাগারের ক্লাসিফিকেশন 'লাইব্রেরি অব কংগ্রেস' স্কিম ছাড়া আর কিইবা হতে পারে। ক্যাটালগে অবশ্যই (AACR-2R) অনুসরণ করা হয়, সবটাই অবশ্য কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত।

পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম লাইব্রেরি হল ন্যাশনাল লাইব্রেরি অব চায়না। বাইরে থেকে এর আধুনিক স্থাপত্য সৌন্দর্যেই মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়। সম্ভ্রম জাগানো এই আধুনিক স্থাপত্য একই সঙ্গে নান্দনিক সৌন্দর্য্য এবং মনে হয় একটা শক্তপোক্ত বাক্সের উপর আরো একটা অনেক বড় হাল্কা বাক্স চাপিয়ে দেওয়া আছে — যেন দৃঢ় আকৃতির ভিত্তির উপরে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল ভবন। একতলাতেই রাখা আছে পুরোনো বই, হাতে লেখা অসংখ্য বই এবং দলিল। এর উপর ইস্পাতের কাঠামোতে কাঁচে মুড়ে দেয়া দ্বিতলে রয়েছে ব্যবহারকারীদের জন্য ইনফর্মেশন, রেফারেন্স ও এ্যাসিস্‌ন্টেস সেকশন। এক পাশে নাটক ও নাটক সম্বন্ধীয় সামগ্রিক সংগ্রহ। তার উপরে ইস্পাতের কাঠামোর ছাদ। মূল ভবন থেকে ছাদ প্রতিপাশেই বার মিটার করে বর্ধিত। এটিও দোতলা অর্থাৎ তৃতীয় ও চতুর্থ তল। এদের ছাদ কাঁচের। তৃতীয় তলে রয়েছে ১৩০০০ বর্গফুটের রিডিং রুম। সেখানে একসঙ্গে দুহাজার লোকের বসে পড়ার ব্যবস্থা আছে, সঙ্গে রেফারেন্স ও অন্যান্য বই। চতুর্থ তলে প্রশাসনিক ভবন ও বই রাখার স্ট্যাক। একটা কথা জানিয়ে রাখা ভালো — চীনা ভাষা মানেই ক্যালিগ্রাফি। ১৯৮৪-এ যখন এই ভবনটি তৈরি হয় তখন এর নাম ছিলো বেজিং লাইব্রেরি। আর চীনা ভাষায় এই বেজিং লাইব্রেরির ক্যালিগ্রাফি তৈরি করেছিলেন স্বয়ং তেং শিয়াও পিং। পরে ১৯৯৮ সালে যখন এর নামকরণ হয় 'ন্যাশনাল লাইব্রেরি অব চায়না' তখন এর চৈনিক ক্যালিগ্রাফি তৈরি করেন স্বয়ং প্রেসিডেন্ট জিয়াং জোমিন। তার অনুকরণেই নাম ফলক লাগান হয়। এই গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগার-সামগ্রী রয়েছে সওয়া পাঁচ কোটির মত। বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল ৩৫ হাজারের মত খোদাই করা হাড় এবং কচ্ছপের খোলা। ৬৪,০০০ হাজার বই রয়েছে যেগুলো খাতার মত সুতো দিয়ে বাঁধানো। ২,৭০,০০০ প্রাচীন এবং দুর্লভ পুস্তক। খ্রীষ্টাব্দ ছয় শতাব্দীতে ভারত থেকে আনা বৌদ্ধ-সূত্রের অনুলিপি। বাকী সব ছাপানো বই, সিডি, ভিসিডি, ফিল্ম, মাইক্রোফ্লিম, ইত্যাদি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে চীনই একমাত্র দেশ যে সুপ্রাচীন সভ্যতার সরাসরি ধারক ও বাহক। পৃথিবীতে এরাই প্রথম লিখতে শিখেছিল, কাগজ আবিষ্কার করেছিল ও ছাপা আবিষ্কার এদেরই। এছাড়াও রয়েছে অসংখ্য ট্যাবলেট মূলত পাথরের, প্রাচীন ম্যাপ, ডায়াগ্রাম ইত্যাদি। লাইব্রেরি খোলা থাকে সকাল নটা থেকে বিকেল নটা। সপ্তাহান্তে নটা থেকে পাঁচটা। বেজিংয়েই রয়েছে চারটে শাখা।

চীন দেশের রয়েছে নিজস্ব ক্লাসিফিকেশন CLC। সমস্ত বিষয়গুলোকে ২২টা মূল বিষয়-এ ভাগ করা হয়েছে। A থেকে Z এর মধ্যে L, M, W এবং Y নেই — ভবিষ্যতের জন্য রাখা আছে। প্রথম ও প্রধান বিষয় হল 'A' — মার্কস, লেনিন, স্টালিন, মাও এবং তেং শিয়াও পিং ইজম। এগুলোর উপবিভাগ হল : A_1 – Marx & Angles, A_2 – Lenin, A_3 – Stalin, A_4 – Mao, A_{49} – Teng xiao Ping A_5 – Symposium/Seminar on M.L.S.M.D, A_7 – Biography and Bibliography on Marx & Marxist, A_8 – Study of M.L.S.Mism NOPQRSTUV —

* দূরভাষ - ৯৮৩০৫ ৪১৮৪৭

এই নয়টি হল বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার জন্য। যেমন, V – Aviation, R – Health Sc., Q – Life Sc., B হচ্ছে ফিলোজফি ও রিলিজিয়ন। মার্ক্সীয় ফিলোসফি আছে, হিন্দু ফিলোসফি নেই। ধর্মে যুদ্ধ, তাও, ইসলাম, খ্রীশ্চান সবই রয়েছে, হিন্দু ধর্ম নেই। সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা হল ভাষা। ইংরেজি জানা লোক প্রায় নেই। আমার সৌভাগ্য যে একজন দয়ালু ইংরাজি জানা লোক পেয়েছিলাম — ডাক নাম লি। সেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে অনেক কিছু দেখিয়েছে ও বলেছে। এখানে বই রাখা আছে ১৫টি ভাষার। চীনা ভাষার পরেই ইংরাজি, রাশিয়ান এবং জাপানি। বাংলা হিন্দিরও স্থান রয়েছে তবে খুব বেশি নয়। সরকারি আইন অনুযায়ী যা পাওয়া যায় তার বাইরেও ঐ পনেরোটি ভাষার বই সারা পৃথিবী থেকে সংগ্রহ করা হয়। চীন থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন পত্রপত্রিকা ছাড়াও ইংরাজি ভাষার কিছু ম্যাগাজিন রাখা হয়।

এরপর যে লাইব্রেরির কথা বলব সেটা হল নেওয়ার্ক পাবলিক লাইব্রেরি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম রাজ্য নিউজার্সির সবচেয়ে বড় শহর হল নেওয়ার্ক, সঠিক উচ্চারণে নাকি ছিল নিউআর্ক। এই নেওয়ার্ক শব্দটার সঙ্গে আমার পরিচয় ছাত্রাবস্থা থেকেই। 'গ্রন্থাগার প্রশাসন' নামক বিষয়ে 'নেওয়ার্ক চার্জিং সিস্টেম' একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসাবে পড়ান হত।

গ্রন্থাগার ভবনটির স্থাপত্যশৈলী খুবই আকর্ষণীয়। রাস্তার দিক বা সামনের দিকের দৈর্ঘ্য ১০০ ফুট, আর পাশের দিকের দৈর্ঘ্য ১১০ ফুট। এই ভবনের পেছনের দিকে লাগোয়া পরিত্যক্ত চার্চটি গ্রন্থাগারের স্টাক্ রুম হিসাবে ব্যবহৃত হয়। রোমান স্থাপত্য রীতিতে তৈরি গ্রন্থাগার ভবনটির প্রথম তলা থেকে দোতলার জানালার নীচে পর্যন্ত পাথরে মোড়া। ঢুকতে হয় ধনুকাকৃতির প্রবেশ দ্বার দিয়ে, যেখানে রয়েছে রট আয়রনের বিশাল গেট। ভবনটি তিনতলার, উপরে স্লেট-পাথরে তৈরি দোচালা ঢালু ছাদ। ঢুকলেই যে হল ঘরটি পড়ে সেটা এবং পার্শ্ববর্তী সব ঘরের মেঝেতে রয়েছে পম্পেইয়ান ইটের আবরণ। দরজা জানালা সবই ধনুকাকৃতি। মেঝে থেকে জানালার নীচ পর্যন্ত সোনালী রং, তার উপরের অংশের রং ঘিয়ে। সিঁড়ি এবং দুধারের রেলিং সবই জর্জিয়ান-মার্বেলে তৈরি।

মূল ভবনের সঙ্গে সংযুক্ত পেছনের চার্চ বিল্ডিংটির ছাদ ৪২ ফুট উঁচুতে। মেঝের আয়তন ৬৪ ফুট বাই ৬৫ ফুট। চারদিকে চারটে বড় বড় জানালা। ছাদের বিভিন্ন অংশে জ্যামিতিক আকারের কাঁচ লাগান। যার মধ্যে দিয়ে প্রাকৃতিক আলো ঢুকতে পারে। এ ছাড়াও রয়েছে পর্যাপ্ত বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা। এই চার্চ বিল্ডিংটি বর্তমানে গ্রন্থাগারের স্ট্যাক-রুম বা আমেরিকান ভাষায় লাইব্রেরি রুম হিসাবে ব্যবহৃত হয়। চারদিক ঘিরে তৈরি করা দেওয়াল আলমারি ছাড়াও রয়েছে সমান্তরালভাবে সাজান অনেক সেল্ফ। দেওয়াল আলমারি এবং সেল্ফগুলোতে সযত্নে রাখা আছে বইগুলোকে। দেওয়াল আলমারি এবং সেল্ফগুলো খুবই উঁচু, সেল্ফগুলো এডজাস্টেবল, বই নামানোর জন্য কয়েকটা উঁচু সিড়িও রাখা আছে। এই গ্রন্থাগারের দরজা-জানালা, সেল্ফ দেওয়াল আলমারি সবই ওক কাঠে তৈরি। মূল ভবনের এক তলায় (আমেরিকান ভাষায় গ্রাউন্ড ফ্লোর না বলে বলা হয় ফার্স্ট ফ্লোর) রয়েছে গ্রন্থাগারিকের অফিস এবং মেয়েদের রিডিং রুম। ব্যাপারটা অবাক করার মত কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইয়ুথ হোস্টেলেও মেয়েদের জন্য আলাদা ঘর নেই। ছেলে মেয়েকে এই ঘরে আলাদা আলাদা বিছানায় রাত কাটাতে হয়। সেখানে কিনা মেয়েদের আলাদা রিডিং রুম। পরে ব্যাপারটা জানা গেল, এই ব্যবস্থা যখন নেয়া হয়েছিল তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মেয়েরা শিক্ষায় দীক্ষায় অনেক পিছিয়ে ছিল। মেয়েদের রিডিং রুমের আয়তন ২৩ ফুট বাই ২০ ফুট। দেয়াল এবং ছাদের পলেস্তারা হলুদ রঙের। হয়ত ওক কাঠের সঙ্গে সাযুজ্য রাখার জন্য। অন্য সব ঘরের মত এখানেও মাঝখানে একটা ফায়ার প্লেস। শীতের সময় তাপমাত্রা শুন্যের অনেক নীচে চলে যায়।

মেঝেতে রঙ চঙে পারস্যদেশীয় কার্পেট। ভেতরে বসে পড়ার জন্য রয়েছে অনেক সোফা, চেয়ার, গোলাকৃতি টেবিল এবং বই রেখে দেয়ার জন্য ছোট ছোট সেল্ফ। এর পাশেই রয়েছে ক্যাটালগ রুম যেখানে আছে ক্যাটালগ ক্যাবিনেট এবং কয়েকটা ক্যাটালগ সার্চিং কম্পিউটার।

দোতলায় রয়েছে সাধারণ রিডিং রুম। যার আয়তন ৫০ ফুট বা ৪২ ফুট। বাইরের দিকের দেওয়াল দুটোতে অনেক কাচের জানালা। একসঙ্গে দেড়শ জনের বসে পড়ার মত চেয়ার টেবিল। দৈনিক পত্রিকা এবং সাময়িক পত্র রাখার র‍্যাকগুলোও এই ঘরেই। মোট ৪২টি পত্র পত্রিকা রাখা হয়। বেশিরভাগই ইংরাজি, কয়েকটা স্প্যানিশ। ঘরের পশ্চিমপ্রান্তে রয়েছে বিরাট ফায়ার প্লেস। পাশেই আছে কোট, টুপি রাখার হুক সহ একটা ছোট ঘর। মেয়েদের রিডিং রুমে এই ব্যবস্থা নেই। দোতলাতেও রয়েছে বই রাখার একটা স্ট্যাক্ রুম,

এখানে প্রায় এক লক্ষ বই থাকে। তিন তলায় বেশিরভাগটাই বাচ্চা এবং স্কুলের ছাত্রদের জন্য বরাদ্দ। ইনফর্মেশন সেন্টার বা রেফারেন্স রুম এবং ডাইরেকটার্স অফিসটিও তিনতলাতে।

এই গ্রন্থাগারের দশটা শাখা ছড়িয়ে ছিল সারা নেওয়ার্ক শহর জুড়ে। বর্তমানে দুটো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে পাঠকের অভাবে। আরও দুটো শাখা করার কথা ভাবা হচ্ছে। মূল এবং শাখা গ্রন্থাগার মিলিয়ে মোট সংগ্রহ দশ লক্ষের মত। শতকরা ষাট ভাগ বই ইংরাজি ভাষায়। নেওয়ার্ক শহরে স্প্যানিশ ভাষীরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ, তাই স্প্যানিশ ভাষার বই-এর সংখ্যাও তিন লক্ষের মত। এশীয় অঞ্চলের ভাষাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি চীনা, তারপর হিন্দি এবং গুজরাটি ভাষায় বই রয়েছে। এইসব ভাষার বই এখনও কেনা হয়। কিন্তু আরবি, ভিয়েতনামীজ, ট্যাগালগ (ফিলিপিন্স), স্প্যানিশ, হাঙ্গেরিয়ান, কোরিয়ান ভাষার কিছু বই থাকলেও নতুন করে আর কেনা হয় না। বাংলা ভাষায় কোন বই নেই, কেনাও হবে না। ক্লাসিফিকেশানে ডিউই ডিসিমাল এবং ক্যাটালগিং-এ এএসিআর-২ পদ্ধতি চালু আছে তবে কম্পিউটারাইজড।

মূল এবং শাখা গ্রন্থাগার মিলিয়ে সদস্য সংখ্যা ১ লক্ষের মত। যেহেতু সমস্ত বইপত্র ডিজিটাইজড, তাই গ্রন্থাগারে পাঠকদের যাতায়াত কম। কম্পিউটারের মাধ্যমে সদস্য আইডেন্টিফিকেশান নাম্বার এন্ট্রি করে পড়ে নিতে পারেন যে কোন বই। মূল গ্রন্থাগারে দৈনিক গড়ে কুড়ি জনের মত পাঠক আসেন। গ্রন্থাগার খোলা থাকে প্রতিদিন সকাল নটা থেকে বিকেল পাঁচটা, শনিবার নটা থেকে দেড়টা, বুধবার সকাল নটা থেকে রাত সাড়ে নটা। রবিবার পুরোপুরি বন্ধ। নিউজার্সী রাজ্যের যে কোন নাগরিক বা অধিবাসী এই গ্রন্থাগারের সদস্য হতে পারেন।

প্রশাসনিক প্রধান ডাইরেক্টর, তার অধীনে কাজ করেন গ্রন্থাগারিক, অন্যান্য বৃত্তিকুশলী ও সাধারণ কর্মচারী। সব মিলিয়ে কর্মচারী সংখ্যা ষাট জন। ডাইরেকটর দায়বদ্ধ থাকেন ট্রাস্টি বোর্ডের কাছে। ট্রাস্টি বোর্ডে নেওয়ার্কের মেয়র এবং স্কুল সুপারিনটেনডেন্ট থাকেন এক্স-অফিসিও সদস্য হিসাবে। বাকী সদস্যরা নির্বাচিত বা মনোনীত হয়ে আসেন দাতা, বুদ্ধিজীবি এবং ব্যবসায়ী মহল থেকে।

এই গ্রন্থাগার সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা খুবই করুণ। হঠাৎ একজন ভারতীয় সুদূর কলকাতা থেকে তাদের ছোট গ্রন্থাগার দেখতে আসবে তারা স্বপ্নেও ভাবেনি। কি করে বোঝাই যে ১৯৭৪ সালে সার্টিফিকেট কোর্স পড়ার সময়ই স্বপ্ন দেখতাম নেওয়ার্ক চার্জিং সিস্টেমের প্রবক্তা নেওয়ার্ক পাবলিক লাইব্রেরি একদিন চাক্ষুস করব। আমার হঠাৎ আগমন এই ছোট গ্রন্থাগারে একটা সাড়া ফেলে দিয়েছিল। সবাই হাসিমুখে স্বাগত জানিয়েছিল। আমাকে এই গ্রন্থাগারের কাজকর্ম যিনি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখিয়েছিলেন তিনি হলেন শ্রীমতি পেনালোপ জাকইদাল। তার মা-বাবা ছিলেন ফিলিপিন্সের। তারা যখন এদেশে পাড়ি জমান তখন ফিলিপিন্স স্পেনের উপনিবেশ। বর্তমান গ্রন্থাগারিক হলেন জে.এ.বিভো। আমার চার ঘন্টা অবস্থানে যাদের সঙ্গে কথা বলেছি সবার ব্যবহারই ভালো। তবে আমার কঠিন কঠিন প্রশ্নের সামনে সবাই খুব বিব্রত বোধ করছিলেন। যেমন, গ্রন্থাগার কবে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল? কত সদস্য, কত কর্মচারী, কত বই, কত পত্র পত্রিকা ইত্যাদি প্রশ্নগুলো খুবই কঠিন মনে হচ্ছিল। যদিও সবারই হাতের কাছে কম্পিউটার। যে কয়জন পাঠক বই নিতে আসেন সেই লেনদেন হয় কম্পিউটারে। নেওয়ার্ক চার্জিং সিস্টেমের কথা কেউ জানেন না। আমার কঠিন প্রশ্নের উত্তরে আমার হাতে দেওয়া হয়েছিল কতগুলো পুস্তিকা। তথ্যবিহীন বাগাড়ম্বর। কর্মচারী বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারলাম এ গ্রন্থাগারের যা কিছু উন্নতি তার সবটাই হয়েছিল জন কটন ডানা (John Cotton Dana) ডাইরেকটর থাকাকালীন। তখন এই গ্রন্থাগার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান গ্রন্থাগার হিসাবে বিবেচিত হত। বর্তমানে সেই পুরানো গৌরব আর নেই। তাঁর আমলের গ্রন্থাগারিক বেট্রিস উইনসার সম্ভবত নেওয়ার্ক চার্জিং সিস্টেমের প্রবক্তা। এ তথ্য জানালেন গ্রন্থাগারিক তবে সম্ভবত কথাটায় জোর দিলেন। ডিপার্টমেন্টে ঘুরে ঘুরে মোটামুটি সব তথ্যই পেয়ে গেলাম।

এরপর বলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাচীনতম এবং বৃহত্তম লাইব্রেরীর কথা — 'বোষ্টন পাবলিক লাইব্রেরি'। গ্রন্থাগারের মোট সংগ্রহ দুই কোটির উপর। এর মধ্যে বই-এর সংখ্যা ১ কোটি ৫০ লাখের মত। বাকি পঞ্চাশ লক্ষ হল মূলত অডিও ভিসুয়াল, ম্যাপ, পাণ্ডুলিপি ইত্যাদি। বিশেষ এবং দুর্লভ সংগ্রহে রয়েছে মোৎসার্টের স্বরলিপি, ও শেক্সপীয়ারের 'প্রথম প্রকাশে' ছাপা কয়েকটা বই। ভাষাগত দিক দিয়ে ইংরেজি বই-এরই প্রধান্য শতকরা পয়ষট্টি ভাগ। এর পর রয়েছে স্প্যানিশ (যুক্তরাষ্ট্রের স্বীকৃত ভাষা)। এর বাইরে উল্লেখযোগ্য হল ফ্রেঞ্চ, জার্মান, ইতালীয় ও রাশিয়ান। চাইনীজ ভাষার সংগ্রহ এক লক্ষের উপর। কারণ যুক্তরাষ্ট্রের অন্য শহরগুলোর মত

এখানেও রয়েছে বিরাট চীনাবাজার বা চীনাভাষীদের নিজস্ব অঞ্চল।

ক্লাসিফিকেশনে লাইব্রেরি অব কংগ্রেস সিডিউল অনুসরণ করা হয়, যে সিডিউলে আমেরিকার প্রাধান্য ডিউই ডেসিমালের চেয়েও বেশি। সমগ্র জ্ঞানভাণ্ডারকে A-Z এই ২৬টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যুদ্ধপ্রিয় যুক্তরাষ্ট্র! তাই মিলিটারি সায়েন্সের জন্য U বরাদ্দ করেও ন্যাভাল সায়েন্সের জন্য V বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রাচীন ঐতিহ্যের এশিয়া, মধ্যযুগের সমৃদ্ধ ইউরোপ, উপেক্ষিত আফ্রিকা এবং আধুনিক অস্ট্রেলিয়া — এই চারটে মহাদেশের ইতিহাসের জন্য বরাদ্দ 'D'। আমেরিকার জন্য 'F' আর শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসের জন্য বরাদ্দ 'E'। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তিনশ বছর আগের ইতিহাস প্রায় অজানা।

ক্যাটালগিং-এ অ্যাংলো আমেরিকান কোড ২ আর : (AACR-2R)। ক্লাসিফিকেশান ও ক্যাটালগিং এর জন্য মাথা ঘামাতে হয় না। সব কিছুই কম্পিউটারাইজড। পাঠকদের জন্য রয়েছে সার্চ মেশিন নামক কম্পিউটার ক্যাটালগ সার্চ ব্যবস্থা। কম্পিউটারের পর্দার ডানদিকে থাকা সার্চ-এর ক্লিক করলে ড্রপ-ডাউন মেনু এসে যায়। সেখান থেকে নিজের প্রার্থিত বস্তুতে পৌঁছে যাওয়া যায় কয়েক ধাপ ক্লিক করলে। এছাড়াও সরাসরি কোনো বই-এর নাম বা লেখক অথবা বিষয়বস্তু ধরেও এগোনা যায়। কিছু জানা না থাকলে সোজাসুজি কাঙ্খিত জিনিস টাইপ করেও এগোনো যায়। যেমন, ইতিহাস — ইউরোপের ইতিহাস — বাচ্চাদের জন্য — চীনা ভাষায় বই। যদি পরে ডিভিডি হয় তবে ডিভিডি টাইপ করলে ডিভিডির নাম্বার এবং অবস্থান জানা যাবে।

পাশাপাশি দুটি তিনতলা ভবন ম্যাককিম এবং পরে নেওয়া জনসন নিয়ে গঠিত হয়েছে গ্রন্থাগারের মূল কেন্দ্র। এই যুগ্ম ভবনের নান্দনিক সৌন্দর্য এক কথায় অসাধারণ। বিশেষ করে ম্যাককিম বিল্ডিং এর স্থাপত্যশৈলী, ম্যুরাল এবং পেন্টিং দেখার আগ্রহী লোকের সংখ্যা গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীর চেয়ে কম নয়। আগ্রহী ব্যক্তিদের গ্রন্থাগার ভবন ঘুরিয়ে দেখানোর জন্য এক ঘন্টার গ্রুপ ট্যুরের ব্যবস্থা আছে। সোমবার দুপুর আড়াইটে, মঙ্গল সন্ধ্যে ছটা এবং শুক্র ও শনিবার সকাল এগারোটা — এই চারদিন রয়েছে গাইডের মাধ্যমে দেখানোর ব্যবস্থা। ভবনটিতে দেখার মত জিনিস হল স্থাপত্যশৈলী, বিশাল বিশাল হলঘর, এবং গ্যালারিগুলো। এই গ্রন্থাগারের একজন বিশিষ্ট পৃষ্ঠপোষক ছিলেন জাসিয়া বেটস, তাঁর নামাঙ্কিত দোতলার বিশাল হলঘরটির ছাদ গম্বুজাকৃতির। লাইম স্টোন নির্মিত ব্যালকনি, ওক কাঠের তৈরি বিশাল বিশাল বুক কেস, বোষ্টনের বিখ্যাত লেখক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সারিবদ্ধ মূর্তি দৃষ্টি আকর্ষণ করবেই। এ্যাবে হলের দৃষ্টিনন্দন ম্যুরাল 'কোয়েস্ট অব দ্য হোলি গ্রেইল'টি এঁকেছিলেন বিখ্যাত শিল্পী এডুইন অস্টিন এ্যাবে। মোট পনেরটা প্যানেলে এই ম্যুরালগুলি অঙ্কিত। আবার তিনতলার সার্জেন্ট গ্যালারিতে হয়েছে এক বিশেষ ম্যুরাল। চিত্রে তুলে ধরা হয়েছে ধর্মের প্রাথমিক অবস্থা থেকে বর্তমান অবস্থা পর্যন্ত। দোতালার আরেকটি হলে এবং সিঁড়িতে রয়েছে পিয়ের পিউভিস দ্য শ্যাভাল অঙ্কিত ম্যুরাল। এই ভবনের নান্দনিক স্থাপত্যশৈলী, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আবক্ষ মূর্তি, বিভিন্ন ভাস্কর্য, ম্যুরাল এবং অন্যান্য চিত্রকলা দেখতে আগ্রহী ব্যক্তিরা এখানে আসেন যথেষ্ট পরিমাণে। তাদেরকে সঠিক অর্থে গ্রন্থাগার ব্যবহারকারী বলা যায় না।

রাস্তা থেকে সিঁড়ি বেয়ে কয়েক ধাপ উঠে ধনুক বা অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি গেটের মধ্যে দিয়ে ঢুকতে হয় ম্যাককিম বিল্ডিং এর একতলায়। ঢুকেই সামনে সোজাসুজি চোখে পড়বে ইনফর্মেশান ডেস্ক, তার আগেই ডান দিকে চেক আউট কাউন্টার। বই নিয়ে বেরোনোর সময় সবকিছু মিলিয়ে দেখা হয়। আরও এগিয়ে গেলে বাঁদিকের কোণায় চোখে পড়বে চিলড্রেনস্ রুম। বাঁদিকে জুড়ে রয়েছে ওক-কাঠের র‍্যাক, সেখানে থরে থরে সাজানো আছে পপুলার রিডিং বই। রয়েছে অনেক ছোট ছোট টেবিল যার খোপে খোপে রাখা আছে অনেক ডিভিডি। ডানদিকে জুড়ে রয়েছে বিরাট রিডিং রুম, পাশে ম্যাপ রুম এবং কোণ ঘেঁষে একটা রেস্টুরেন্ট। রেস্টুরেন্টের ঠিক উল্টোদিকে প্রদর্শন কক্ষ এবং সার্কুলেশন চেক আউট রুম। সিঁড়ি দিয়ে নীচে বা বেসমেন্টে নেমে গেলে দুপাশে দুটো কনফারেন্স রুম এবং পেছন দিকে এক বিরাট অডিটোরিয়াম। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠলে প্রথমেই চোখে পড়বে পেছনে দিকের রেফারেন্স ডেস্ক এবং মাইক্রোটেক্সট্ সেকশন। দুপাশের সিঁড়ির মাঝখানে রয়েছে ডেলিভারি ডেস্ক। আরেকটু এগোলেই মুখোমুখি দুটো ছোট হল ঘর। একটা ইলিয়াট রুম, অন্যটা ওয়াশিংটন 'গ্রুপ স্টাডি' রুম। মাঝামাঝি রয়েছে বিরাট বেটস হল। একপাশে সমাজ বিজ্ঞান, অন্যপাশে 'সরকারি তথ্য' সম্পর্কিত বিভাগ।

তিনতলার সামনের দিকে রয়েছে উইজিন গ্যালারি,

শোভারস্ রুম এবং প্রিন্টিং ডিপার্টমেন্ট। তার পাশে কাউজিভিসকি রুমে স্পেশাল কালেকশান এবং পেছনে রেয়ার বুকস্ সেকশন। তার ডান পাশে ফাইন আর্টস এবং মিউজিক সেকশন। সংযুক্ত জনজন বিল্ডিং-এর তিনতলায় রয়েছে বিজনেস অফিস ও ইউজার্স রিসোর্স অফিস। দোতলায় রয়েছে ক্যাটালগ ক্যাবিনেট এবং ক্যাটালগ সার্চিং কম্পিউটার। মাঝখানে ওভার সাইজড বইএর র‍্যাক এবং মাইক্রোটেক্সট মেশিন। পুরো একতলা জুড়ে রয়েছে স্ট্যাক রুম বা আমেরিকান ভাষায় লাইব্রেরি রুম। মূল এবং শাখা সব মিলিয়ে কর্মচারী সংখ্যা হাজারের কাছাকাছি। সদস্য সংখ্যা দশ লক্ষের উপর। যুক্তরাষ্ট্রের প্রাচীনতম এবং বৃহত্তম পাবলিক লাইব্রেরি বোষ্টনবাসীদের কাছে গর্বের বস্তু।

এবারে চলে আসি সার্ক অন্তর্ভুক্ত দুটো ক্ষুদ্র দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থায়। সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে আয়তনে এবং লোক সংখ্যায় ভুটানের অবস্থান ক্ষুদ্রতম মালদ্বীপের ঠিক উপরে। ৪৭০০০ বির্গ কি.মি. আয়তনের এই দেশের লোকসংখ্যা ৪ লক্ষের কাছাকাছি। শিক্ষার হার শতকরা ৪০ এর মত। তার বেশির ভাগই ভুটানী পরম্পরাগত শিক্ষায় শিক্ষিত অর্থাৎ জং কেন্দ্রিক ধর্মীয় শিক্ষায়। জং কথার অর্থ দূর্গ হলেও প্রতিটি অঞ্চলে জংগুলোর হাতেই ছিল প্রশাসন, বিচার, রাজস্ব সংগ্রহ এবং ধর্মীয় শিক্ষার ভার। এ ব্যবস্থা চলছে প্রায় তিনশ বছর ধরে।

১৯৮৪ সালে থিম্পু শহরের লাগোয়া অঞ্চলে তৈরি হয় চারতলা জাতীয় গ্রন্থাগার ভবন। একই চত্বরে রয়েছে দোতলা প্রশাসনিক ভবন এবং তার পাশেই দোতলা ফিউমিগেশান ব্লক। গ্রন্থাগার ভবনের পিছনেই রয়েছে মহাফেজখানা ভবন। ধর্ম পুস্তকের পবিত্রতার কথা মাথায় রেখে ভবনটি তৈরি করা হয় লাখাং বা ভুটানি মন্দিরের আদলে। ভুটানি পরম্পরা মেনে নিয়ে প্রতিটি তলাতেই রয়েছে ধর্মীয় বেদী এবং মূর্তি এবং ধর্মীয় কাহিনির দেওয়াল চিত্র। বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের পবিত্রতার কথা ভেবে গ্রন্থাগারের ভিতরটাকেও মন্দিরের মতই বানানো হয়েছে।

একতলাতে স্থান হয়েছে কয়েক হাজার বৌদ্ধ ধর্ম এবং ভুটান সংক্রান্ত গ্রন্থের। এখানে রয়েছে পালি ভাষায় লিখিত ৩০টি ত্রিপিটক, বার্মিজ ভাষায় লিখিত ১১টি ত্রিপিটক এবং দেবনাগরীতে লিখিত ৫০টি ত্রিপিটক। এখানেই সস্থান হয়েছে পৃথিবীর সর্ববৃহত ছাপা বই Friendly Places (USA) লেখক মাইকেল হাউলি, গিনেস বুক অব রেকর্ডস অনুসারে এই বইয়ের ওজন ষাট কেজির উপর। ধর্মীয় বেদীর পিছনে রয়েছে আটটা স্তুপ। বুদ্ধের জীবনের আটটি স্মরণীয় ঘটনার স্মৃতিতে। স্তূপগুলোর পেছনের দেওয়ালে চিত্রিত রয়েছে পাঁচজন ভুটানি বৌদ্ধ গুরুর ছবি। এখানে কিছু বই আছে আধুনিক বিষয়গুলোর উপর। যেমন বিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস, সমাজ বিজ্ঞান, প্রযুক্তি মনোবিদ্যা ইত্যাদি। তবে জাতীয় গ্রন্থাগার হিসাবে খুবই অল্প। দোতলায় রয়েছে বৌদ্ধধর্মের শাক্য, গেলুগ এবং প্রাক বৌদ্ধ ভুটানি বন ধর্মের বই এবং পাণ্ডুলিপি। এখানে ধর্মীয় বেদীর পিছনে রয়েছে ভুটানি বীর এবং ধর্মীয় গুরু শাবদ্রুং নামগীয়াল, মহাগুরু পদ্মসম্ভব বা গুরু রিম্পোচে এবং ভুটানি পুঁথিপত্রের আবিষ্কারক এবং প্রথম সংগ্রাহক পেসা লিংপার মূর্তি। দেয়ালে চিত্রিত রয়েছে গৌতম বুদ্ধ, সাদা তারা এবং তিনটি প্রাক বৌদ্ধ দেবতার মূর্তি। বেদীর দু-দিকে রাখা আছে সিঁদুরে লিখিত দেরগে কাংগীউরের পুঁথি। তিনতলায় উঠে এলে দেখা যাবে নীংগমা উপধর্ম বা মতবাদের বইপত্র। বেদীতে রয়েছে বুদ্ধের তিন ধরণের মূর্তি মঞ্জুশ্রী, অবলোকিতেশ্বর এবং বজ্রপানি। বেদীর নীচে সাজানো রয়েছে লাসা থেকে নিয়ে আসা কাংগীউরের বিভিন্ন পাণ্ডুলিপি। বেদীর পিছনে দেয়ালে চিত্রিত রয়েছে কাশ্যপ অর্থাৎ অতীত বুদ্ধ শাক্যমুনি, বর্তমান বুদ্ধ এবং মৈত্রেয় অর্থাৎ ভবিষ্যত বুদ্ধের ছবি।

চার তলায় উঠে এলে দেখা যাবে কাজীয়ূড় মতবাদের বিভিন্ন সংগ্রহ। এর বাইরেও রয়েছে কাংগীউর এবং টেংগীডরের বিভিন্ন সংস্করণ। এখানেই কাঁচের আধারে প্রদর্শিত হচ্ছে কাগজ তৈরির পরম্পরাগত কৌশল।

বর্গীকরণ ক্ষেত্রে ভাসা ভাসা ভাবে ইউ.ডি.সি. অনুসরণ করা হয়। যেহেতু সমস্ত সংগ্রহটাই ধর্ম, দর্শন, পরম্পরা এবং ভুটান সংক্রান্ত আবার ধর্ম বলতেও শুধু বৌদ্ধধর্মের বজ্রযানী মতবাদের কথাই বোঝায় এবং যে গ্রন্থাগারের প্রায় ১০,০০০ গ্রন্থের বেশির ভাগই হচ্ছে বজ্রযানী বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন মতবাদের অর্থাৎ নীংগমা, ক্যাগুড়, শাক্য, গেলুগ এবং বন ধর্মের বই সেখানে ইউ.ডি.সির উপযোগিতা কোথায়?

সব কিছু প্রাচীন হলেও সূচীকরণ এর ক্ষেত্রে খানিকটা আধুনিকতার ছোঁয়া আছে। একতলাতেই পাঠকদের জন্য রাখা আছে কতগুলো কম্পিউটার। কম্পিউটারে গ্রন্থ সংক্রান্ত তথ্য রাখা আছে মূলত গ্রন্থের শিরোনাম অনুযায়ী এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে প্রতিটি গ্রন্থের অন্তর্গত বিভিন্ন বিষয় বা উপ শিরোনামগুলোও ক্যাটালগে পাওয়া যাবে। বিষয় শিরোনাম

প্রায় অপ্রাসঙ্গিক। কারণ ধর্মীয় বা ভুটান সংক্রান্ত বই ছাড়া অন্য বিষয়ের বই খুবই নগণ্য। লেখকের নাম দিয়েও বই খোঁজার সুযোগ খুবই কম, ক্যাটালগ ব্যবহারের সুযোগ থাকলেও গ্রন্থাগারটি ওপেন একসেস নয়।

বর্তমানে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের পরিবর্তে সংস্কৃতি মন্ত্রকই এই গ্রন্থাগারের তত্ত্বাবধায়ক। মার্চ থেকে অক্টোবর প্রতিদিন সকাল ৯.৩০টা থেকে বিকেল ৫.৩০ টা এবং নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি সকাল ৯.৩০টা থেকে বিকেল ৪.৩০টা পর্যন্ত। শুক্রবার, শনিবার এবং অন্যান্য সরকারি ছুটির দিনগুলিতে বন্ধ থাকে। যেকোন পাঠক গ্রন্থাগারে বসে বই পড়ার সুযোগ পেতে পারেন। বাড়ি নিয়ে যেতে হলে সদস্যপদ নিতে হবে। সদস্য হওয়ার পদ্ধতিটা একটু জটিল। তবে ভুটানের এই জাতীয় গ্রন্থাগার শুধু বহিরঙ্গে নয় অন্তরঙ্গেও একটি মন্দির। এখানে পড়াশুনা বা জ্ঞানার্জনের চেয়ে ধর্মীয় ভাবধারা এবং পরম্পরাগত ঐতিহ্যের দিকেই যেন নজর বেশি। আধুনিক বিষয়ে সংগ্রহ প্রায় নগণ্য। গ্রন্থাগারে পাঠকের সংখ্যাও নগণ্য। কর্মী সংখ্যাও খুবই কম। তারাও প্রশিক্ষিত নন। ১৯৯৯ সালে মনোনীত সংসদে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভুটানে প্রকাশিত সমস্ত বই, অডিও বা ভিডিও ক্যাসেটের পাঁচ কপি জমা দেয়া বাধ্যতামূলক।

একটু অন্যরকম হলেও এই গ্রন্থাগারে কিছু বই বিক্রিরও ব্যবস্থা আছে। আইন অনুসারে প্রাপ্ত পাঁচ কপি বই-এর দু/তিন কপি বিক্রি করে দেওয়া হয় গ্রন্থাগারের উন্নতিকল্পে অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। গ্রন্থাগারের অধীনে গ্রন্থাগার চত্বরেই থাকা জাতীয় মহাফেজখানা ভবনটি তৈরি করে দিয়েছেন ডেনমার্ক সরকার। এটিও ভুটানি মন্দিরের আদলেই তৈরি। এখানে রয়েছে অনেক দলিলপত্র ও পাণ্ডুলিপি। এর ব্যবস্থা পুরোপুরি আধুনিক। তাপ নিয়ন্ত্রণ এবং জীবাণুনাশক ব্যবস্থা পুরোপুরি আধুনিক ও বিজ্ঞান সম্মত।

ফিউমিগেশানের উপর বিশেষ জোর দেবার জন্য একটা আলাদা দুইতল বিশিষ্ট ফিউমিগেশান ভবন রয়েছে গ্রন্থাগার চত্বরে। এর ব্যবস্থা পুরোপুরি আধুনিক। তবে এর ব্যবহার খুবই সীমিত মনে হল।

জাতীয় গ্রন্থাগার তৈরি হলেও এখনো সংগ্রহ খুবই সীমিত, অভাব রয়েছে প্রশিক্ষিত কর্মীরও। যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবের জন্য থিম্পুর বাইরে থেকে এখানে এসে পড়াশুনা করা খুবই অসুবিধা জনক। কোন জাতীয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থাও নেই। সংগৃহীত সম্ভারের সিংহ ভাগই ধর্ম, দর্শন এবং সংস্কৃতি সম্পর্কিত। আধুনিক বিষয়গুলি অবহেলিত। আশা করা যায় নির্বাচিত সরকার এই জাতীয় গ্রন্থাগার তথা মহাফেজখানাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে একটা মর্যাদা সম্পন্ন প্রতিষ্ঠানে পরিণত করবেন। ইতিমধ্যে ভুটানে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে। আমরা আশা করব নির্বাচিত সরকার মানুষের চাহিদার কথা মাথায় রেখে একটি সুষ্ঠু গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন করবেন।

আমার সর্বশেষ দেখা জাতীয় গ্রন্থাগার হল মালদ্বীপ জাতীয় গ্রন্থাগার। অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ছোটখাটো তিনতলা-বাড়ী। ১ জুন ১৯৮২ সালে M. A. Gayoom এর উদ্বোধন করেন। মোট বই-এর সংখ্যা একান্ন হাজারের মত। তার মধ্যে ইংরাজি ৩৮,০০০, ধীভেলি অর্থাৎ মালদ্বীপীয় ভাষায় ১০,০০০ হাজারের একটু বেশি, আরবি দেড় হাজারের মত। তাছাড়া পাকিস্তান থেকে আনা হাজার খানেকের মত উর্দু-বইও রয়েছে। ভাষার সাযুজ্য থাকতেও মালয়ালি বা সিংহলি ভাষার কোন বই রাখা নেই। এর বাইরে রয়েছে 'UN-কালেকশান' এবং মেয়েদের জন্য বিশেষ বিশেষ বই 'ওম্যান কালেকশান'। ইংরেজি ভাষা মোটামুটি সবাই বোঝে। খোলা থাকে সওয়া আটটা থেকে রাত নটা, রমজান মাসে নটা থেকে পাঁচটা। মালদ্বীপে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শেখার কোনো ব্যবস্থা নেই। তাই লাইব্রেরিতেই শিক্ষানবিশির ব্যবস্থা রয়েছে। এখানে User মানে Customer। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান প্রশিক্ষণে শেখানো হয় : 1. Book shelving, 2. Accessioning, 3. Classification, 4. Cataloguing, 5. Mending, 6. Counter Work, 7. Customer Care (Reference Service) মালদ্বীপ লাইব্রেরি এসোসিয়েশানে কোন ব্যক্তির সদস্য হওয়ার সুযোগ নেই, শুধু লাইব্রেরিগুলোই হতে পারে। সেই কারণে গ্রন্থাগার কর্মীরা SLA অর্থাৎ শ্রীলঙ্কার লাইব্রেরি এসোসিয়েশনের সদস্য।

আমার এই বক্তব্য আপনদের জ্ঞানতৃষ্ণা মেটাতে হয়ত অক্ষম, কিন্তু শুধু যদি কৌতুহল মিটিয়ে থাকে তবেই আমার এই গ্রন্থাগার ভ্রমণ সার্থক হল এবং হবে। আপনাদের সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে শেষ করলাম। আচরণে কোন ত্রুটি হলে ক্ষমাপ্রার্থী।

পরিষদ কথা

শিক্ষক দিবস পালন

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের চলতি শিক্ষাবর্ষের ছাত্র-ছাত্রীরা এ বছরের শিক্ষক দিবস উদযাপন করলেন অত্যন্ত নাটকীয়ভাবে। তাদের পক্ষ থেকে উপস্থিত শিক্ষক মহাশয়দের ফুল, পেন, মিষ্টি উপহার দেওয়া ছাড়াও ডিডিসির মেন ক্লাস ও পঞ্চসূত্র উল্লেখ যুক্ত একটি কেক কাটা হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে কবিতা নৃত্য সংগীত প্রভৃতি পরিবেশন করেন রুকসানা আরা (নৃত্য), রুকসার আরা (ক্যারাটে, আবৃত্তি), লিসা চক্রবর্তী (নৃত্য), সঙ্গীতা দাস (গান), অভ্রবরণ মুখার্জী (গান), নবনীতা চক্রবর্তী (আবৃত্তি)। ছাত্র ছাত্রীদের উদ্যোগের প্রশংসা করে কর্মসচিব ড. জয়দীপ চন্দ পরিষদের আসন্ন শতবর্ষের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাঁদের অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানান। শিক্ষকদের পক্ষে বক্তব্য রাখেন ড. গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায়, সঞ্জয় গুহ, মাধব চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অভিজিৎ হালদার, ভূপেন রায় প্রমুখ। শিক্ষকদের পক্ষে আবৃত্তি পরিবেশন করেন মলয় রায় ও শমীক বর্মন রায়। ছাত্রছাত্রীদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন অনুষ্ঠান সভাপতি ড. কৃষ্ণপদ মহাশয়।

তিলোত্তমার বিচার চাই

আর. জি.কর-এ শিক্ষার্থী-চিকিৎসক তিলোত্তমার হত্যার প্রতিবাদে এবং উপযুক্ত বিচারের দাবীতে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে গত ৭ই সেপ্টেম্বর, ২০২৪ পদযাত্রা হয় মৌলালি যুবকেন্দ্র থেকে পরিষদ ভবন পর্যন্ত একটি দৃপ্ত পদযাত্রা করা হয়। পরিষদের ছাত্রছাত্রী, বিভিন্ন গ্রন্থাগার পেশার বর্তমান ও অবসরপ্রাপ্তদের সহ প্রায় ৩০০ জন উপস্থিত ছিলেন।

গ্রন্থাগারিক দিবস উদযাপন

১৮ই আগস্ট, ২০২৪ রামকৃষ্ণ মিশন গোলপার্কের শিবানন্দ সভাগৃহে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল গ্রন্থাগারিক দিবস, ২০২৪। দুইটি পর্বে এই দিবসটি উদযাপিত হয়। প্রথম পর্বে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন সিধু কানু বিশ্ববিদ্যালয় এর প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপিকা তপতী মুখোপাধ্যায় মহাশয়া। গ্রন্থাগারিক দিবসের আগত প্রতিনিধিদের স্বাগত জানিয়ে এবং দিবসটির গুরুত্ব তুলে ধরেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মসচিব ড. জয়দীপ চন্দ, ইয়াসলিকের সম্পাদক অভিজিৎ কুমার এবং পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির রাজ্য সম্পাদক সৌগত সাহা মহাশয়রা। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন শ্রুতি লাহা সেন। সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রথম পর্বের অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বর্ষীয়ান নেতৃত্ব ও অনুষ্ঠান সভাপতি ড. কৃষ্ণপদ মজুমদার। দ্বিতীয় পর্যায়টি ছিল টেকনিক্যাল সেশন। এবারের গ্রন্থাগারিক দিবসে মূল আলোচ্য বিষয় ছিল 'অবসরকালীন পাঠ কি সময়ের অপচয়?' অত্যন্ত বিতর্কিত ঐ আলোচ্য বিষয়ে বক্তব্য রাখেন প্রখ্যাত লেখিকা ও অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি নন্দিতা বাগচী, জনবিজ্ঞান আন্দোলনের নেতৃত্ব ও লেখক অধ্যাপক শ্যামল চক্রবর্তী, প্রখ্যাত লেখক ও অনুষ্টুপ পত্রিকার সম্পাদক অধ্যাপক অনিল আচার্য এবং রামকৃষ্ণ মিশন গোলপার্কের সম্পাদক স্বামী সুপর্ণানন্দজী মহারাজ। প্রত্যেক বক্তাই তাদের নিজস্ব শৈলীতে মনোগ্রাহী ভাষণ প্রদান করেন এবং অবসর মূলক পাঠের পক্ষে মত দেন। টেকনিক্যাল সেশন এর সঞ্চালনা করে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব গ্রন্থাগারিক বিনোদবিহারী দাস। এই অনুষ্ঠানকে স্মরণীয় করে রাখতে একটি সমৃদ্ধ স্মরণিকা প্রকাশ পায় শমীক বর্মন রায়ের সম্পাদনায়। প্রখ্যাত প্রাবন্ধিক ও গবেষক সুকুমার দাসের 'বিশ্বভারতী শান্তিনিকেতন লাইব্রেরি ও এক অন্য রবীন্দ্রনাথ' নামক গ্রন্থটিও আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন অনুষ্ঠানের উদ্বোধক মাননীয়া তপতী মুখোপাধ্যায় মহাশয়া। গ্রন্থাগার পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত গবেষণালব্ধ প্রবন্ধের সংকলন গ্রন্থটির প্রকাশক বঙ্গীয় গ্রন্থাকার পরিষদ এবং অনুষ্ঠান স্থলেই উৎসাহী অনেকেই বই সম্পর্কে খোঁজখবর নেন। আলোচ্য অনুষ্ঠানে রাজ্যের বিভিন্ন গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগার কর্মী ও অবসরপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকদের প্রতিনিধিত্ব ছিল প্রায় ৪৫০ এর মত।

গ্রন্থাগার সংবাদ

বিশ্ব হেপাটাইটিস দিবস

পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পঃবঃ বিজ্ঞান মঞ্চ ও পায়রা নিউট্রিশন সমাজকল্যাণ সংস্থার সহযোগিতায় কয়রাপুর নজরুল পাঠাগারের পাঠচক্র ভবনে গত ২৮শে জুলাই'২৪ রবিবার বিশ্ব হেপাটাইটিস দিবস পালন করা হয়।

হেপাটাইটিস রোগের প্রকারভেদ রোগের কারণ ও লক্ষণ এবং চিকিৎসা বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন বিশিষ্ট হেপাটোলজিস্ট ডাঃ হৃদয় নন্দন চক্রবর্তী ও ডাঃ কমলকান্তি পাল। বিশ্ব হেপাটাইটিস দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন ডঃ তুফানকান্তি মজুমদার। এছাড়া হেপাটাইটিস-বি জীবাণু আবিষ্কারক নোবেল জয়ী বিজ্ঞানী বারুচ স্যামুয়েল ব্লুমবার্গ (BARUCH SAMUEL BLUMBERG)-এর জীবনী ও জনস্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ে খুব প্রাঞ্জলভাবে আলোচনা করেন, হবে না যা উপস্থিত পাঠক-সদস্যদের মনে সাড়া জাগায়। পায়রা নিউট্রিশনের উদ্যোগে উপস্থিত দর্শক শ্রোতাদের নানা প্রকার স্বাস্থ্য সচেতনতা — ''ইউমিনিটি'' বর্ধক সামগ্রী বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। এই জাতীয় অনুষ্ঠান করায় আয়োজক সংস্থাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন স্থানীয়রা।

প্রতিবেদক — বাসুদেব পাল
১৯/০৭/২০২৪

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় স্মরণ

রামবাটী সিদ্ধেশ্বরী যুবসংঘ গ্রামীণ পাঠাগার ও পঃবঃ বিজ্ঞান মঞ্চের যৌথ উদ্যোগে ভারতীয় রসায়ন বিজ্ঞানের উজ্জ্বল নক্ষত্র আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ১৬৪তম জন্মজয়ন্তী গত ২রা আগস্ট, ২৪ শুক্রবার পালন করা হয়।

গ্রন্থাগারের পাঠক সদস্য ও স্থানীয় বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতির ভিড়ে বিজ্ঞানাচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের বিজ্ঞানসাধনার বিভিন্ন বিষয়ে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক ডঃ রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়া প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের স্বদেশ ও গ্রন্থাগার ভাবনা বিষয়ে আলোকপাত করেন বিজ্ঞান ও পরিবেশ আন্দোলনের কর্মী ডাঃ বাপ্পাদিত্য দত্ত। বৃষ্টি বিঘ্নিত শ্রাবণের দ্বি-প্রহরে উৎসাহী ছাত্র-যুব-পাঠক সদস্যদের সমবেত সহযোগিতায় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের স্মরণানুষ্ঠান খুব সুন্দরভাবে পালিত হয়।

প্রতিবেদক — বাসুদেব পাল

ডঃ এস. আর. রঙ্গনাথন স্মরণ ঃ ২০২৪

বর্ধমান উদয়চাঁদ জেলা গ্রন্থাগার সেমিনার ভবনে ভারতের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের জনক ডঃ শিয়ালি রামামৃত রঙ্গনাথনের ১৩৩তম জন্মদিবস পালিত হল গত ৯ই আগস্ট ২০২৪ শুক্রবার। পূর্ব বর্ধমান জেলার সাধারণ গ্রন্থাগারে কর্মরত সর্বস্তরের গ্রন্থাগার কর্মী গ্রন্থাগার দরদী পাঠক-সদস্যদের উজ্জ্বল উপস্থিতিতে ডঃ রঙ্গনাথনের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করে এই দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন উদয়চাঁদ জেলা গ্রন্থাগারের ভারপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক ও এলএলএ সদস্যা মিত্রা লালা, এলএলএ সদস্য হাসনাথ জামান, সুখেন্দু দে, প্রণব পাল প্রমুখ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন মানিক চন্দ্র মল্লিক ও শ্রাবণী দত্ত।

প্রতিবেদক — বাসুদেব পাল
০৯/০৮/২০২৪

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রকাশনা
এখন পাওয়া যাচ্ছে

- বিমল কুমার দত্ত
  রবীন্দ্র সাহিত্যে গ্রন্থাগার। ১৯৮৯।
  মূল্য ঃ ১৫.০০ টাকা
- রামকৃষ্ণ সাহা সম্পাদিত
  রবীন্দ্রনাথ ও গ্রন্থাগার। ১৯৮৮।
  মূল্য ঃ ২০.০০ টাকা
- **ড: বিমলকান্তি সেন**
  গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের পরিভাষা কোষ :
  ইংরেজি - বাংলা; - ২য় সংস্করণ, ২০১৩।
  মূল্য ঃ ২৫০.০০ টাকা
- গীতা চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত
  বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী :
  ১৯১৫-১৯৩০, ১৯৯৪।
  মূল্য ঃ ২০০.০০ টাকা
- **Prof. Panigrahi, P. K., Raychaudhury, Arup, Chanda, Joydeep**
  Proceedings of Indkoha 2016.
  Price : Rs. 500.00
- **Ohdedar, A. K.**
  Book Classification - 1994
  Price : Rs. 200.00
- **Bengal Library Association**
  Phanibhusan Roy Commemorative Volume, 1998.
  Price : Rs. 200.00
- প্রবীর রায়চৌধুরী ও গ্রন্থাগার আন্দোলন।
  গৌতম গোস্বামী সম্পাদিত;
  সহ-সম্পাদক-জয়দীপ চন্দ, ২০১১
  মূল্য ঃ ২০০.০০ টাকা
- **Raychaudhury, Arup, Majumder, Apurba Jyoti, Chanda, Joydeep**
  Proceedings of Indkoha 2017.
  Price : Rs. 500.00
- **Raychaudhury, Arup and others**
  Proceedings of Indkoha 2019.
  Price : Rs. 500.00

সদ্য প্রকাশিত হয়েছে

১. 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার সম্মিলিত সূচী ১৩৫৮-১৪২৮ ● সঙ্কলক ঃ অসিতাভ দাশ ও স্বগুণা দত্ত ● মূল্য ঃ ৫০০.০০ টাকা

২. গীতা চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত ● বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী ● ১৯৩১-১৯৪৭ ● মূল্য ঃ ৩০০.০০ টাকা

৩. রত্না বন্দ্যোপাধ্যায় ● সূচিকরণ ● সম্পাদনা ঃ প্রবীর রায় চৌধুরী ● মূল্য ঃ ৩০০.০০ টাকা

৪. প্রমীল চন্দ্র বসু প্রণীত গ্রন্থকার নামা ● ২য় সংস্করণ (সম্পূর্ণ পরিমার্জিত ও পরিবর্দ্ধিত)
দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০০৪ ● অলকা সরকার ও ভোমরা চট্টোপাধ্যায় (ধর) ● মূল্য ঃ ১২৫.০০ টাকা

৫. রত্না বন্দ্যোপাধ্যায় ● বিষয় শিরোনাম গঠন পদ্ধতি ● দর্শন, সাহিত্য, শিল্পকলা ● মূল্য ঃ ১২৫.০০ টাকা

৬. রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস ● গ্রন্থাগার সামগ্রির সংরক্ষণ ● মূল্য ঃ ৬০.০০ টাকা

৭. ড. কৃষ্ণপদ মজুমদার ● পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রসার ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগারপরিষদ ● মূল্য ঃ ২৫০.০০ টাকা

৮. রামকৃষ্ণ সাহা ● বাংলা পুস্তক বর্গীকরণ ● মূল্য ঃ ১২০০.০০ টাকা

৯. **Memorandum of Bengal Library Association ● Price : Rs. 10.00**

১০. **Ohdedar, A. K. The Growth of the library in modern India : 1498-1836 ● Edited by Arjun Dasgupta ● Associate editor : Dr. Krishnapada Majumder, 2019 ● Price : Rs. 300.00**

১১. **Bandopadhyay, Ratna ● Evolution of Resource description ● Price : Rs. 380.00**

PUBLISHED ON 25TH OF EVERY ENGLISH CALENDAR MONTH

Postal Registration No : KOLRMS/83/2022-2024
Regd. No. : R. N. 2674/57

GRANTHAGAR

Vol. 74 No. 6 Editor : Goutam Goswami Asst. editor : Shamik Burman Roy Ashwin 2024

CONTENTS

	Page
Jag Janatar Duranto Sangeet **(Editorial)**	3
Memorial assemblage of respected Ajoy Kumar Ghosh	4
Dr. Binod Bihari Das	6
Arun Kumar Roy: remembered with respect	
Satyabrata Ghosal	7
We demand Justice	
Mousumi Chatterjee	10
Ratan Library and Shibratan Mitra: An overview	
Dr. Goutam Mukhopadhyay	13
Application of Blockchain technology in Libraries	
Dr. Swarup Kumar Raj & Kakoli De	16
A Review of Documents Digitisation Systems in Calcutta University Library	
Dr. Arupratan Das	21
School Library: Frustration continues from past to present	
Maloy Ray	23
Some foreign libraries as I have seen (last part after publication in the previous issue)	
Association News	29
Library News	30

Printed & Published by Goutam Goswami for **Bengal Library Association.** Published from P-134 C.I.T. Scheme 52, Kolkata - 700 014. **Phone : 8276032102. E-mail : blacal.org@gmail.com, Website :http://www.blacal.org,** Printed at **Laser World,** P-4A, C.I.T. Road, Kolkata - 700 014, **Phone : 9831161961.** *Editor :* **Goutam Goswami 8334043952 (M)**